

# দিঘার সভা থেকে ফের কেন্দ্রকে আক্রমণে মমতা রাজ্যের সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে সরব হওয়ার পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের দিলেন বিশেষ বার্তা

মদন মাইতি • দিঘা

মঙ্গলবার দিঘার কর্মিসভা থেকে নাম না করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও নিশানা করেন মমতা। বলেন, ‘দিদি ও দিদি, যখন পেলনা, তখন নন্দীগ্রাম লুট করল। আগামী দিনে প্রমাণ করব। আমি ছেড়ে কথা বলার মানুষ নই।’ পাশাপাশি, তিনি বলেন ‘বাংলাকে অশান্ত করতে চাইছে বিজেপি। আর এই জেলাতেই কয়েকজন হামিদা চাকরি বিক্রি করেছে। পুকলিয়ার চাকরিও এখানে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের অজান্তে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।’ সম্প্রতি চিরকুটে চাকরি ইস্যুতে সরগরম রাজ্য, রাজনীতি। আর তা নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

আগামী লোকসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ তিনি টেনে আনেন। বলেন, ‘আমি ৪৮ ঘণ্টা ধন্য বসলাম। আর তো এক বছর টিএমি করে জ্বলবি। তারপর বিদায় নিবি ভারত থেকে। ১,১৪৯ টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পরসার চালা। বাহ নন্দলাল। নতুন ভাবে রাস্তা তৈরি করছি।’

বিধানসভায় বিজেপির প্রাপ্ত কয়েকটি আসনকে ভোট লুট করে জেতা আসন বলে চিহ্নিত করেন মমতা। তিনি বলেন, ‘নন্দীগ্রাম-সহ যে কয়েকটি আসন জিতেছে বিজেপি, সেখানে ভোট লুট করেছে। আমরাও ছেড়ে কথা বলব না। সহ্য করা একটা ধর্ম। এই গদ্যারদের জন্য আমাদের ১,০০০ ছেলে আজও জেলে আছে। এই গদ্যারদের খাইয়ে, দাইয়ে আমি বড় করেছি। মানুষের ঘরে যেমন কয়েকটা ভাল সন্তান জন্মায়, কয়েকটা কুলাঙ্গার জন্মায়। এরা হচ্ছে কুলাঙ্গার, গুন্ডাগিরি করে।’ অর্থাৎ নাম না করেই শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, দোরগোড়ায় পঞ্চায়েত নির্বাচন। রাজনৈতিক মহলের একটা অংশের মতে, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলের কাছে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুর। অর্থাৎ, বিরোধী দলনোতা শুভেন্দু অধিকারীর গড়। এই পরিস্থিতিতে ওরা এপ্রিল থেকে চান্দা চারদিনের পূর্ব মেদিনীপুর সফরে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ছিল তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিন।

এদিন নিউ দিঘার হেলিপ্যাড ময়দানে বৃথভিত্তিক কর্মী সম্মেলনের মধ্য থেকে বিজেপি এবং সিপিএমকে এক আসনে বসিয়ে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘৩৪ বছর অত্যাচার দেখেছেন তো! ভুলে যাননি তো! নন্দীগ্রাম, খেজুরি, তমলুক, মহিষাল, কোলাঘাট, চণ্ডীপুর, হলদিয়া ভুলে যাননি তো! মনে আছে, হলদিয়ায় মিটিং করতে গিয়েছিলাম। লোকাল মাইক্রোফোনও নিতে দেয়নি। কলকাতা থেকে মাইক্রোফোন নিয়ে এসেছিলাম। রাজ্যে আটকে দিয়েছিল নন্দীগ্রামে।’ তিনি আরও বলেন ‘বাংলার মানুষ হিংসা ভালোবাসেন না। হিংসা বাংলার সংস্কৃতি নয়। এটা অপরাধীদের দিয়ে হিংসা তৈরি করা। আগে সিপিএম এমন করত।’

দিঘায় এ দিন রামনবমীকে ঘিরে হিংসা নিয়েও



## ‘দিঘার জগন্নাথ মন্দির আগামী বছরেই’

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই দিঘায় তৈরি হচ্ছে জগন্নাথ মন্দির। পূর্ব মেদিনীপুর সফরে গিয়ে মঙ্গলবার, সেই নির্মায়মাগ মন্দির পরিদর্শন করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন হিডকোর চেয়ারম্যান দেবশিস সেন, চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। মন্দিরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে সমস্তায়ে প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, একবছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে। এই মন্দিরে উচ্চতা পূরীর মন্দিরের সমান হবে এই মন্দির। তবে, বিগ্রহ পূরীর মতোই নির্মাণের না হয়ে, করা হবে মার্বেলের। হিডকো এই কাজটা করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। কিছুদিন আগে তাঁর ওড়িশা সফরে সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক পূরীর মন্দিরের দেওয়া রেলপলিকাটি দিঘার মন্দিরেই রাখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূরীর দয়িতাপতি যে ছবি দিয়েছিলেন তাও সেখানে দেন তিনি। এরপরেই দিঘার সৈকতে বেশ কিছুটা হাঁটেন তিনি। সেখানে উপস্থিত সবার সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন।

মুখ খোলেন মমতা। তিনি বলেন, ‘আমি আপনাদের এখানে মিটিংয়ে এসেছি। আসার জো নেই আমার। সারাক্ষণ আমাকে পড়ে থাকতে হয়, কখন কোথায় গিয়ে দাঙ্গা করবে বিজেপি। ওরা বোঝে না, বাংলার মানুষ দাঙ্গা ভালবাসেন না। দাঙ্গা করা বাংলার সংস্কৃতি নয়। আমরা দাঙ্গা করি না। রামনবমীর মিছিলে বন্দুক নিয়ে নৃত্য করছে। রামচন্দ্র বলেছিলেন বন্দুক নিয়ে মিছিল করতে?’

একইসঙ্গে শিবপুরে বন্দুকধারী যে ছেলেটির ছবি ভাইরাল হয়েছিল, তাঁকে থেপ্তার করে সিআইডি’র হাতে তুলে দিয়েছে হাওড়া পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। সেই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে ছেলেটির ছবি আগনারা দেখছেন সে

বন্দুক নিয়ে নৃত্য করছে রাম-নবমীর মিছিলে। রাম কখনও এমন বলেনি। এমনকী মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যে ছেলেটাকে বন্দুক নুতা করতে দেখা গিয়েছিল, তাঁকে মুন্সের থেকে আনা হয়েছে। এদিন দলের কর্মীদের উদ্দেশ্য করে মমতা বলেন, ‘সবাইকে এক হয়ে চলতে হবে। আমি একা করব আর কেউ করবে এমনটা হবে না। পঞ্চায়েতে দক্ষ কর্মী চাই। ভাল মানুষ চাই। একটা পার্টির একজন টিকিট পাবেন। কেউ না পেলে আবার বিজেপির কোটায় দাঁড়বেন না। আমরা অন্যভাবে পাশে থাকব। এটা পার্টি দেখবে। উচ্চ-নেতৃত্ব এলাকায় যান।’ অর্থাৎ দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব যে বরালস্ত করা হবে না তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমে।



১৫০ জনেরও বেশি পর্যটক এই তুষার ধসের জেরে আটকা পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনী, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, সিকিম পুলিশ, সিকিমের ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, পর্যটন বিভাগের কর্মকর্তারা এবং স্থানীয় চালকরা সকলেই। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছে এই উদ্ধার কাজ। ভারতীয় সেনার এক সূত্র জানিয়েছে, গভীর উপত্যকা থেকে নিহত ছয়জন-সহ এখনও পর্যন্ত ২২ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের সকলকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেনা সূত্রে বলা হয়েছে, ‘তুষারের নিচে

# রিষড়া: সরেজমিনে পরিদর্শন রাজ্যপালের, শান্তিরক্ষার বার্তা

সুকান্ত-লকেটের ধর্না, গ্রেপ্তার ৫২, রাজ্যভবনে স্মারকলিপি বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** ‘আমরা সকলে একসঙ্গে শান্তিরক্ষা করব’। রিষড়া কাণ্ডে কড়া বার্তা বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। মঙ্গলবার তিনি হুগলির রিষড়া শহরের বেশ কয়েকটি জায়গা পরিদর্শন করে শান্তি রক্ষায় কড়া বার্তা দেন। জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ সফর কাটিছটি করে হুগলির রিষড়াতে পৌঁছান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রবিবার থেকে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় হুগলির রিষড়া। সোমবার সারাদিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রাত ১০টা থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রিষড়ার ৪ নম্বর রেল গেট এলাকা। সেখানে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে এবং ব্যাহত হয় রেল চলাচল। তাই পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে না যায় সেই জন্য সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন রাজ্যপাল। রিষড়ার ৪ নম্বর রেলগেট এলাকাতে তিনি ডিআইজি বর্ধমান রেঞ্জ শ্যাম সিং, চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি-সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

এদিন পুলিশ আধিকারিকদের পাশাপাশি রেলগেট এলাকায় মোতায়েন থাকা আরপিএফ আধিকারিকদের সঙ্গেও কথা বলেন রাজ্যপাল। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, ‘গত কয়েকদিন ধরে চলা অশান্তির ঘটনা আমরা জানি। যারা সাধারণ মানুষের শান্তি বিঘ্নিত করে, তাদের ছাড় নয়। আমরা সকলে একসঙ্গে শান্তিরক্ষা করব। যারা অশান্তি করছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করব। মানুষের শান্তিতে বাঁচার অধিকার আছে। যে কোনও মূল্যে সেই পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় অপরাধীরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন, এবার তা বন্ধ হওয়া দরকার।’

অপরদিকে এদিনও রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ জ্যোতির্ময় মহাভাও ও সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে রিষড়ায় চোকার আগেই আটকে দেয় পুলিশ। এদিন সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজা দিয়ে শ্রীরামপুরের ধর্না মঞ্চের দিকে যাওয়ার আগেই ডানকুনির জগন্নাথপুরে দিল্লি রোডে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের দাবি, সামনে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। তাই গাড়ি এগোতে দেওয়া যাবে না। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান বিজেপি রাজ্য সভাপতি। এরপর দিল্লি রোডের উপরেই বসে পড়েন



## নবান্নর কাছে রিপোর্ট চাইল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিনে অশান্তির ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণ জানতে চেয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে ই-মেইল করে দ্রুত রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজ্যের কয়েকটি জায়গায় যে অশান্তি ঘটেছে তা নিয়ে কেন্দ্রকে রিপোর্ট পাঠাতে চলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পাশাপাশি, হাওড়া ও রিষড়ার অশান্তির ঘটনা নিয়ে রাজ্যের কাছেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক রিপোর্ট তলব করেছে বলে খবর। অমিত শাহর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রকের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, দ্রুত এই রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারকে। মূলত হাওড়ার শিবপুরের ঘটনা নিয়ে এই রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

## এসএসকেএম-এ রাজ্যপাল

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রিষড়া থেকে ফিরেই এসএসকেএম-এ যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রিষড়ার ঘটনায় জখম হয়ে একজন ভর্তি রয়েছেন ট্রমা কেয়ারে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার পাশাপাশি কথাও বলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। জানতে চান, শরীর কেমন আছে তাও। এরপরই রাজ্যভবনে ফিরে যান রাজ্যপাল। এদিন অশান্তির জেরে যারা জখম হয়েছেন, তাঁদের আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেন রাজ্যপাল। এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস জানান, ‘অশান্তি জখমদের সঙ্গে দেখা করছি। তাঁকে ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তাঁর ব্যান রেকর্ড করা হচ্ছে।’ একইসঙ্গে তাঁর বার্তা, ‘দেখীরা রেহাই পাবেন না। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর পাতা হাঁসে পা দেবেন না। কিছুক্ষণ পরেই ধর্না শেষ করে রাজ্যপালের কাছে যাব। ১৭ বছরের পুলিশের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়ান কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ চাইছি।’

ধর্নায় বসার আগেই মঞ্চ খুলে ফেলেন পুলিশ। সকাল থেকে শ্রীরামপুরের বটতলায় অবস্থানে বসার কথা ছিল বিজেপি রাজ্য সভাপতির। তার আগেই মঞ্চ খুলে দেয় পুলিশ। সুকান্ত ছাড়াও এই ধর্না-অবস্থানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল পুকলিয়ার

## হনুমান জয়ন্তী নিয়ে কঠোর বার্তা

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** রামনবমীর মিছিল ঘিরে শিবপুর, রিষড়া-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনার পরেই হনুমান জয়ন্তী ঘিরে অশান্তি বাড়ছে। ওই দিনও দাঙ্গাবাজরা রাজ্যকে অশান্ত করতে পারে বলে প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর মঙ্গলবার সরাসরি দাঙ্গাবাজদের গুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন, ‘আগামী ৬ এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীতে রাজ্যে কোনও মেটেই অশান্তি বরাদ্দ করা হবে না।’

বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মহাভাওর। কিন্তু তাঁদের সেই অবধি এগোতেই দেওয়া হয়নি। পাশাপাশি রিষড়া স্টেশনে হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়কে আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫২ জনকে রিষড়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সবমিলিয়ে রিষড়া কাণ্ডে কড়া ভূমিকা পালন করছে পুলিশ প্রশাসন। এর পর রাজ্যভবনে যায় সুকান্তের নেতৃত্বে বিজেপির প্রতিনিধিদল। সেই দল একটি স্মারকলিপিও দিয়েছে রাজ্যপালকে।



## বঙ্গবাজারে বিধ্বংসী আণ্ডন

ঢাকা, ৪ এপ্রিল: ফের বিধ্বংসী আণ্ডন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে। বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে ঢাকার বঙ্গবাজারে আণ্ডন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলের ৫০ টি ইঞ্জিন। আণ্ডন নিয়ন্ত্রণে নামে সেনাবাহিনীও। এলাকাজুড়ে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রায় ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় আণ্ডন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে খবর। তবে ঠিক কী কারণে এই আণ্ডন লাগল, তা স্পষ্ট করেননি দমকল কর্তৃপক্ষ।

বিস্তারিত দুনিয়ার পাঠ্য

# নাথুলা-তে ভয়াবহ তুষার ধসে মৃত ৭ শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী

গ্যাটক, ৪ এপ্রিল: ভয়াবহ তুষার ধস সিকিমের গ্যাটকে। সূত্রে খবর, এই তুষার ধসের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে সাতজন পর্যটকের। প্রশাসন সূত্রে খবর, নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং একজন শিশুও রয়েছে। এই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা। কারণ, স্থানীয় সূত্রে খবর, আরও অন্তত ৮০ জন এখনও পুর বরফের নিচে চাপা পড়ে আছেন, এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিনের এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে টুইটও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বেলা ১২টা ২০ নাগাদ। গ্যাটকের সঙ্গে নাথুলা পাসের সংযোগকারী, জওহরলাল নেহরু সড়কের উপর বিরাট এলাকাজুড়ে নামে এই তুষার ধস। এই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা। কারণ, স্থানীয় সূত্রে খবর, আরও অন্তত ৮০ জন এখনও পুর বরফের নিচে চাপা পড়ে আছেন, এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিনের এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে টুইটও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গ্যাটক, ৪ এপ্রিল: ভয়াবহ তুষার ধস সিকিমের গ্যাটকে। সূত্রে খবর, এই তুষার ধসের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে সাতজন পর্যটকের। প্রশাসন সূত্রে খবর, নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ, একজন মহিলা এবং একজন শিশুও রয়েছে। এই মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়ার সম্ভাবনা। কারণ, স্থানীয় সূত্রে খবর, আরও অন্তত ৮০ জন এখনও পুর বরফের নিচে চাপা পড়ে আছেন, এমনটাই আশঙ্কা করা হচ্ছে। এদিনের এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে টুইটও করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।



১৫০ জনেরও বেশি পর্যটক এই তুষার ধসের জেরে আটকা পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে উদ্ধার কাজে হাত লাগিয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনী, বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন, সিকিম পুলিশ, সিকিমের ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, পর্যটন বিভাগের কর্মকর্তারা এবং স্থানীয় চালকরা সকলেই। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে চলছে এই উদ্ধার কাজ। ভারতীয় সেনার এক সূত্র জানিয়েছে, গভীর উপত্যকা থেকে নিহত ছয়জন-সহ এখনও পর্যন্ত ২২ জন পর্যটককে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের সকলকে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেনা সূত্রে বলা হয়েছে, ‘তুষারের নিচে

প্রায় দেড় ঘণ্টা চাপা থাকার পর, এক মহিলাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে এসটিএনএস হাসপাতালে পাঠানো হয়।’ সোমবার রাত থেকে দফায়-দফায় তুষারপাত চলছে পূর্ব সিকিমের নাথুলা, বাবা মন্দির, ছাদু এলাকায়। ফলে ১৫ মাইলের পর আর পর্যটকদের যেতে দেওয়া হচ্ছিল না। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, তুষারপাতের খবর পেয়ে এদিন সকালে পর্যটক দল ছাদুর উদ্দেশ্যে রওনা হন। আর সেখানেই বিপদ বাঁধে। গ্যাটকের পুলিশ সুপার তেনজিং লোডেন লেপচা জানান, ‘অবহাওয়া খারাপ থাকায় পর্যটকদের ১৩ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার পরামিতি দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ওরা জোর করে ১৫ মাইলের দিকে চলে যায়। সেখানেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। আকস্মিক তুষার ধস নামায় জওহরলাল নেহরু সড়কের ওপর আটকে পড়েন বহু পর্যটক।’ তবে এদিনের এই ঘটনায় ১৪ মাইল চেকপোস্টের ইন্সপেক্টর জেনারেল সোনম তেনজিং ভুটিয়া জানান, এই বিপর্যয়ের পিছনে পর্যটকদেরও গাফিলতি রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি এও বলেন, ‘শুধুমাত্র ১৩ মাইল পর্যন্ত যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তার জন্যই পর্যটকদের পাস দেওয়া হয়। কিন্তু, পর্যটকরা জোর করে ১৫ মাইলে যাচ্ছেন। দুর্ঘটনাটি ১৫ মাইল এলাকাতেই ঘটেছে।’

# নিশীথ মামলায় অসহযোগিতা নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে সিবিআই

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** এবার রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে আদালতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা ঠুঁকল তাঁরা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার তদন্তেভার সিবিআইয়ের হাতে দিয়েছে হাইকোর্ট। এরই পাশাপাশি নথি হস্তান্তরের নির্দেশও দেওয়া হয়। কিন্তু আদালত অবমাননার অভিযোগে তুলে আদালতের দ্বারস্থ হল সিবিআই। এই ঘটনায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব ও বিচারপতি অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈধ সিবিআইয়ের অভিযোগ করে যে, এই মামলায় সিবিআইয়ের সঙ্গে কোনও সহযোগিতা করছে না রাজ্য পুলিশ। এদিন আরও একবার এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়।

এই মামলার গুণানিতেই রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আদালত। ঘটনার দিন পুলিশ সুপার, জেলাশাসকের কী ভূমিকা ছিল তা জানতে সিবিআই

তদন্তের আরজি জানানো হয়। গুণানি শেষে হাইকোর্টের ডিভিশন বৈধ রাজ্যকে রিপোর্ট পেশ করতে নির্দেশ দেয়। এদিকে রিপোর্ট পেশ করে রাজ্য। এরপরেই বিজেপির দাবিকে মান্যতা দিয়েই নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় এদিন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত। এদিকে গত গুণানিতে রাজ্যের আড্ডাভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, ডিভিশন বৈধের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যেহেতু এখনও পর্যন্ত কোনও স্থগিতাদেশ নেই, তাই এই আদালত চায় তাঁর নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া হোক। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি বদলায়নি।

প্রসঙ্গত গত ২৫ ফেব্রুয়ারি কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর গাড়ির কাচ ভাঙার পাশাপাশি, গুলি চালালো এবং বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে। বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধেও বুড়িহাট অঞ্চলে তৃণমূল পার্টি অফিসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে। সেসময়ে পুলিশের বিরুদ্ধেও বিক্ষোভক অভিযোগ তোলেন নিশীথ প্রামাণিক। এদিনের এই ঘটনা প্রসঙ্গে নিশীথ প্রামাণিক জানান, ‘গাড়ি লক্ষ্য করে পুলিশ টিয়ার গ্যাসের শেল ছোড়ে।’ এরপর সিবিআই-এর নথি না দেওয়ার অভিযোগ। দুটি বিষয়ই রাজ্য পুলিশকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাল আদালত।







কলকাতা ৫ এপ্রিল ২১ চৈত্র, ১৪২৯, বুধবার

# ‘উদ্ভিন্ন, আতঙ্কিত’, হিংসার ঘটনায় খোলা চিঠি শহরের বিশিষ্ট জনদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়ার পর হুগলি। শিবপুরের পর রামনবমীর শোভা যাত্রা ঘিরে তেতে উঠেছে হুগলির শহর রিষড়ায়। পরপর দুদিনে পরিস্থিতি এতটাই ‘সিরিয়াস’ হয়ে ওঠে যে রাজপালকে দার্জিলিং-এ সফর কাটছাট করে ফিরে আসতে হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সরব বিশিষ্টজনেরা। নাগরিক হিসাবে আমরা আতঙ্কিত ও উদ্ভিন্ন জানিয়ে খোলা চিঠি লিখলেন শিল্পী অনিবার্ণ ভট্টাচার্য, কৌশিক সেন, অপর্ণা সেন, সুজন মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তারা। রামনবমী উদ্‌যাপনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে ‘ধর্মীয় মেরুকরণ’-এর রাজনীতি চলছে বলে মনে করেন তাঁরা।

চিঠিতে লেখা হয়েছে, ‘রামনবমীকে কেন্দ্র করে গত ছদিন ধরে বাংলায় যে ধর্মীয় মেরুকরণের



রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তাতে নাগরিক হিসাবে আমরা আতঙ্কিত ও উদ্ভিন্ন। তীব্রভাবে এই ঘটনাবলির প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেইসঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দিতে চাই। সাধারণ মানুষের প্রাণ এবং সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসনের। সেই দায়িত্ব পালনের



ক্ষেত্রে পুলিশের নিক্তিয় ভূমিকারও তীব্র নিন্দা করছি। অবিলম্বে এই মেরুকরণের রাজনীতি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি জানাচ্ছি।’ এই চিঠিতে সুই রয়েছে, সুজন মুখোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, রেশমী সেন, ঋদ্ধি সেন, সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিবার্ণ ভট্টাচার্য,



বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত আচার্য-সহ বেশ কয়েকজনের। অনিন্দিতা অনিবার্ণ ভট্টাচার্য বলেন, ‘রামনবমী একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সেখানে যদি হিংসাত্মক ঘটনা দেখা যায়, তাহলে আর কী বলার। এটা কবে বন্ধ হবে? সস্ত্রীতি নষ্ট হচ্ছে, বাংলার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।’

## রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে শুভেন্দু-দিলীপের ভিন্ন সুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুর তাদের মেলে না। নানা বিষয়েই থাকে মতভেদ। এবার রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে রাজ্যপাল তথা রাজভবনের ভূমিকা নিয়েও দুই মেরুতে শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষ।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে খুব একটা যে সন্তুষ্ট নন তা তাঁর ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছে। এদিকে বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে রাজ্যপাল সি বি আদ বোসের ওপর। সাম্প্রতিক ঘটনায় দিলীপে ঘোষের ধারণা, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের ঠিক যা করার দরকার ছিল তিনি তা করেছেন। মানুষ যখন ভয়ের মধ্যে আছেন তখন তিনি পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী তো স্টেটকুও করেননি।’ একইসঙ্গে বিজেপির এই সর্ব ভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ বলেন, ‘রাজ্যপাল নিশ্চয়ই কেন্দ্রকে রিপোর্ট দেবেন।’ ধনকন্ডের সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে দিলীপ বলেন, ‘এক একজন রাজ্যপাল এক এক ভাবে কাজ করেন। কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা আলাদা হয়। আগের জন রাজনৈতিক ছিলেন। এখন যিনি আছেন তিনি আমলা ছিলেন। কিন্তু



তিনি তাঁর পদের মর্যাদা রেখে কাজ করছেন কিনা সেটা দেখতে হবে। আমি মনে করি, বর্তমান রাজ্যপাল সমঝদার লোক। তিনি সঠিক ভূমিকা পালন করছেন, আগামী দিনেও করবেন।’ এদিকে শুভেন্দুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে দিলীপের বক্তব্য, ‘রাজ্যপালের পদ সর্বদাই বিতর্কিত। কিন্তু আমি মনে করি না রাজ্যপালের পদ কোনও রাজনৈতিক পদ। এটি সাংবিধানিক পদ। তাঁকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে।’

## জগদলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলে সাময়িক বন্ধের নোটিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শ্রমিক অসন্তোষের জেরে ‘টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের’ নোটিস ঝুলল জগদলের অ্যাংলো ইন্ডিয়া জুটমিলের গেটে। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, ব্যাচিং থেকে তাত বিভাগে কাজ বন্ধ রাখা হল। ওই মিলের তাত বিভাগে পুরানো মেশিন তুলে ফেলার অভিযোগ ঘিরে সোমবার সকাল ১১টা থেকেই গভঙ্গোলের সূত্রপাত হয়। অভিযোগ, তাত বিভাগের শ্রমিক মহম্মদ নাসিম, খুরশিদ আলি, মহম্মদ কালামউদ্দিন ও মহম্মদ আজহারউদ্দিন কাজ বন্ধ করে আন্দোলনে সামিল হন। এই ঘটনার জেরে মিলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

ওইদিন বেলা দুটো নাগাদ শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গেলে তাদেরকে ওই চার জন কাজ করতে বাধ্য দেয় বলে অভিযোগ। এর ফলে



মিলে উৎপাদনে বাধাত ঘটে। অভিযোগ উঠেছে, রাতে গভঙ্গোল পাকিয়ে তাত বিভাগের ওই চার জন শ্রমিক মিলের ভেতরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে রায়ফ-সহ ভাটপাড়া থানার পুলিশ। মিলের গাটে সাময়িক বন্ধের নোটিস বুলিয়ে দেয় মিল কর্তৃপক্ষ। নোটিসে উল্লেখ,

গভঙ্গোল পাকানোর অভিযোগে তাত বিভাগের ওই চারজনকে গেটের বাইরে করে দেওয়া হয়েছে। তাত বিভাগের শ্রমিক আমজাদ আলি বলেন, ‘রবিবার পুরো মিল সাইড বন্ধ ছিল। সোমবার রাতে তাত ঘরে মেশিন তুলে দেওয়া নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। মঙ্গলবার সকালে মিলে বাশি বাজেনি।’ তবে শ্রমিকরা চাইছেন, বিবাদ মিটে অবিলম্বে মিলে উৎপাদন চালু হোক।’

ওই মিলের ইনটাক শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গিরিশ প্রসাদ বলেন, ‘তাত ঘরে পুরানো চারটে মেশিন তুলে পাশেই বসানো হয়েছে। একটা মেশিন ভেঙে গেছে। কর্তৃপক্ষ ওই মেশিনটিকে মেরামতি করে দেবে বলেছে। তা সত্ত্বেও ইচ্ছা করে তাত বিভাগের চার জন শ্রমিক ঝামেলা পাকিয়েছে। তার জেরেই মিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।’

# দাড়িভিটের তদন্ত শেষ করতে ৪ বছর কেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দাড়িভিটে স্কুলের মাঠে গুলিচালনার ঘটনায় বিচারপতি রাজশেখর মাস্তারের প্রশ্নের মুখে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার দাড়িভিটের ঘটনায় বিচারপতি রাজশেখর মাস্তা প্রশ্ন তোলেন, দাড়িভিটের তদন্ত শেষ করতে চার বছর কেন লাগল সিআইডি-র? প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে উত্তর দিনাজপুরের দাড়িভিটে দুই ছাত্রকে গুলি করে হত্যার অভিযোগে ওঠে। ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবিতে ধরনা শুরু করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। আর এরই রেশ ধরে বিচারপতি মাস্তা প্রশ্ন করেন, যে পুলিশ অধিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তাদের কি

জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিনা সে ব্যাপারেও। পাশাপাশি বিচারপতি মাস্তা এও জানতে চান, জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকলে তারা কী জানিয়েছেন সে ব্যাপারেও। পাশাপাশি তিনি এও উল্লেখ করেন, দাড়িভিটে যেদিন গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছিল সেদিন সাংসদ, বিধায়ক, উচ্চপদস্থ পুলিশ অধিকারিকরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এই সব হাই প্রোফাইলদের জিজ্ঞাসা করেও কী তথ্য মিলছে তাও জানতে চান বিচারপতি। এদিকে এদিন রাজশেখর মাস্তা প্রশ্ন তোলেন, ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ গুলির খোলা উদ্ধার করলেও সেগুলি গুলিআইডিকে হস্তান্তর করা হয়নি। কেন এই অভিযোগ উঠেছে তা



# মৃতের পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বীরভূমের মল্লারপুরে লকআপে নাবালকের মৃত্যুর ঘটনায় মৃতের পরিবারকে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালত সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বৈধ মৃতের পরিবারকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করে হাইকোর্ট। হাইকোর্ট স্পষ্ট জানায়, আগামী দিনে কোনও নাবালকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আগে পশ্চিমবঙ্গ জুভেনাইল জাস্টিস আইন (২০১৭) মেনে চলতে হবে পুলিশকে।

মামলাটি ২০২০ সালের অক্টোবর মাসের। সেই বছর পূজোর সময়ে সপ্তমীর রাতে ফোন চুরির অভিযোগে এক কিশোরকে আটক করে পুলিশ। তাকে মল্লারপুরের লকআপে নিয়ে আসে পুলিশ। এর পরদিন সকালে গ্রামে পৌঁছায় তার মৃত্যুর খবর। পুলিশের দাবি ছিল,

## বীরভূমে কিশোর মৃত্যু



লক আপে আত্মঘাতী হয়েছে ওই কিশোর। উদ্ধার করে চিকিৎসা করানোর আগেই মৃত্যু হয়। কিন্তু কিশোরের পরিবার ও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পুলিশই পিটিয়ে মেরে ফেলেছে ওই কিশোরকে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। মামলা গড়ায় আদালত পর্যন্ত। এদিন শুনানির সময়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং

বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে দেন, নাবালকদের গ্রেপ্তার করলে থানার লকআপে তাদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা উচিত, তার প্রশিক্ষণ থাকা উচিত কর্তব্যরত পুলিশ কর্তাদের। যদি না থাকে, পুলিশকে সে বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হবে। সেই সময় এই মৃত নাবালকের প্রতিবেশী মঞ্জু বাউড়ি দাবি

করেছিলেন, কয়েকজন মহিলা ওই নাবালককে ছাড়ানোর জন্য মল্লারপুর থানায় গেলে দেখেন, পুলিশ ছেলেটিকে মারধর করেছিল। ঘটনা সামনে আসার কার্যত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মল্লারপুর। ক্ষুব্ধ জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাটি ধীরে ধীরে রাজনৈতিক মোড়ও নেয়। এই ঘটনায় বোলপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির যুব মোর্চার নেতারা। প্রতিবেশীদের অভিযোগকে সামনে রেখে পুলিশের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা যায় তাঁদের। এদিকে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা দাবি করেন, এই গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্থানীয় তৃণমূলের নেতারা এ দাবিও করেন, এই ঘটনাকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা লুঠতে চাইছে গেরুয়া শিবির। এরপরই এই মামলার জল গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত।

# সরকারি রিপোর্ট না চেয়ে দিল্লিকে জানান, রাজ্যপালকে ‘উপদেশ’ শুভেন্দু অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাওড়া, রিষড়ার অশান্তির জেরে তপ্ত রাজ্য-রাজনীতি। উত্তরবঙ্গ সফর মাঝপথে ছেড়ে রিষড়ায় যান রাজ্যপাল সিডি আনন্দ। রাজ্যে শান্তি শুদ্ধা ফিরিয়ে আনতে অনুমোদন নয়, কার্যত ‘উপদেশ’-এর সুর শোনা গেল বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গলায়। কার্যত রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোসকে চালাঞ্জ ছুড়ে দিয়ে, বিরোধী দলনেতা কী চাইছেন সেটা স্পষ্ট করে দিলেন মঙ্গলবার। বলেন, ‘সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে, তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট না চেয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিল্লিকে জানান।’ সঙ্গে শুভেন্দুর সংযোজন, ‘অবিলম্বে রিষড়া ও শিবপুর থানাকে উদ্ভ্রুত ঘোষণা করা হোক। একমাসের জন্য এই দুটির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হোক।’

এর প্রত্যুত্তরে তৃণমূলের রাজ্য



সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ শুভেন্দুকে কটাক্ষ করে বলেন, ‘রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস রাজভবনকে এখনও পর্যন্ত ধনকন্ডের মতো পাঠি অফিস হতে দেননি। তাই শুভেন্দুরা ছটাকট করছেন।’

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রিষড়া গিয়ে

করতে হবে। পাশাপাশি সকলকে এক হয়ে চলার বার্তাও দেন তিনি। তবে রাজ্যপালের এই ভূমিকা সন্তুষ্ট করতে পারেন শুভেন্দু অধিকারীকে। রাজ্য একের পর এক ঘটনায় রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোসের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি মূলত হাওড়ার শিবপুরের ঘটনা এবং ঠিক তার পরই রিষড়ার ঘটনাতোও নিজের বক্তব্যেই অনড় থাকতে দেখা যায় বিরোধী

দলনেতাকে। তিনি জানান, ‘এরকম পরিস্থিতিতে আজকের দিনে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধি, জগদীপ ধনকন্ডের কথা মনে করতে চাই। বর্তমান রাজ্যপালের কাছ থেকে তাদের মতো ভূমিকা ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনও দেখতে পাইনি।’ এর রেশ ধরে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, ‘আমি চাই রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ করুন। শিবপুর-রিষড়া নিয়ে রাজ্যের কাছ থেকে রিপোর্ট না চেয়ে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দিল্লিকে জানান।’ শুভেন্দুর এই মন্তব্য সামনে আসার পরই বিরোধী দলনেতাকে বিদ্ধ করতে ছেড়েন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। কুণাল এদিন বলেন, ‘রাজ্যপাল সিডি আনন্দ বোস নও ধনকন্ডের মতো নির্লজ্জভাবে বিজেপির এজেন্ট হতে পারেননি। তাই শুভেন্দুরা ছটাকট করছে।’

# তিলজলা খুনে ‘তান্ত্রিক’ ভাঁওতাবাজি! যৌন লালসা মেটাতেই হত্যাকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: তিলজলায় ৭ বছরের নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ ও খুনের ঘটনায় ফের নয়। মোড়। সন্তানকামনায় তান্ত্রিকের পরামর্শে ‘নরবলি’-র তত্ত্ব প্রথমে উঠে এলেও, জানা গেল যৌন লালসা চরিতার্থ করতে এই কাজ করেছে অভিযন্তা। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় আলোকের স্বীকারোক্তি কোনও তান্ত্রিক ছিল না। তান্ত্রিকের কথা বললে সাজা কম হতে পারে, তাই একথা বলেছিল সে। আলোকের গল্প শুনে গত কয়েকদিন ধরে সেই তান্ত্রিকের অনেক খোঁজ করলেও তেমন কাউকে পানি কলকাতা পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকেরা। এরপর খোদ



আলোককে নিয়েও বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ চালানো হয়। তাতেও কাজের কথা কিছু হয়নি। এরপরই পুলিশ লাগাতার জেরা করে ওই আলোক কুমারকে। অবশেষে তান্ত্রিকের যে

যোগ নেই তা স্বীকার করে অভিযুক্ত আলোক কুমার। পুলিশ সূত্রের দাবি করা হয়েছে, বিকৃত মূল্য বাসনা থেকেই ওই শিশুকে অপহরণ করে খুন করে অভিযুক্ত। খুনের কারণ

জানতে চলে টানা জেরা। জেরায় আলোকের বিকৃত যৌন মানসিকতার বিষয়টি সামনে আসে। শুধু তাই নয়, তদন্তকারী আধিকারিকেরা এও জানান, নীল ছবির প্রতি আকর্ষণ ছিল আলোকের। তার ফোনে একাধিক এই ধরনের অশালীন ছবিও রাখা ছিল। সারাদিন সেসব ছবিই দেখত সে। খুনের পরও ঘরে বসে নাকি মোবাইলে পর্ন ছবি দেখে ছিল। আর এই নিষিদ্ধ নীল ছবি দেখেই শিশুটিকে অপহরণের হুক কয়েছিল আলোক কুমার। খুনের পরও ঘরে বসে পর্ন ছবি দেখে সারাদিন। তাই কোনও তান্ত্রিকের নির্দেশে নয়, যৌন লালসার জেরেই শিশুটিকে খুন করেছে বলে ধৃত আলোক জেরায় জানায়।

## ঝালদায় মিছিল করতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ৩০ হাজার লোক নিয়ে ঝালদায় মিছিল করতে চায় কংগ্রেস। অনুমতি চাইতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাঁদের এই আর্জিতে বিচারপতি রাজশেখর মাস্তা কংগ্রেসকে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেও, মামলা শুনবেন কিনা, তা স্পষ্ট করেননি। বিচারপতি মাস্তা এদিন জানিয়ে দেন, তিনি বেশ কিছু মামলা আর শুনতে আগ্রহী নন। তাই সেই সব মামলা তিনি রিলাজ করে দেবেন। সেই তালিকায় কংগ্রেসের এই মামলাও থাকবে বলে স্পষ্ট করে দেন। তবে মামলা দায়ের হওয়ায় আশার আলো কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিচারপতির পর্যবেক্ষণ শুনে ঝালদা পুরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তথা ঝালদার শহর কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কয়াল জানান, ‘বিরোধী দল জনসভা কিংবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করতে চাইলেই সরকার ও সরকার মদতপুষ্ট পুলিশ বাধা দেয়। কখনই পুলিশ অনুমতি দেয় না। সরকারের এত ভয় কীসের?’

হাইকোর্ট কী বলে, সেটা দেখব।’ এদিকে কংগ্রেস শিবির সূত্রে খবর, আগামী ৮ এপ্রিল ঝালদায় প্রায় ৩০ হাজার লোকের মিছিল করতে চায় কংগ্রেস। সেই মিছিলে পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। অনুমতি চেয়েই বিচারপতি রাজশেখর মাস্তার বৈধে দ্বারস্থ হয় কংগ্রেস। মঙ্গলবার বিচারপতি মাস্তা এই নিয়ে মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। সোমবারই এই বিচারপতি রাজশেখর মাস্তার এজলাসেই দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কারণ, সোমবার তাঁর পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার ঝাঁকড়ার স্কুল মাঠে যে ভা করার কথা ছিল স্কুলের প্রধান শিক্ষক সেই সভায় অনুমতি দিলেও, স্কুলের পরিচালন কমিটি নারাজ হওয়ায় সভায় অনুমতি দেয়নি পুলিশ। বিষয়টি নিয়ে বিচারপতি রাজশেখর মাস্তার হাজির মদতপুষ্ট পুলিশ বাধা দেয়। কখনই পুলিশ অনুমতি দেয় না। সরকারের এত ভয় কীসের?



## সম্পাদকীয়

বুদ্ধ, অশোকের মতো মানুষের  
পায়ের ছাপ রয়েছে, সেখানেও  
উপযুক্ত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠল না

চৈত্রের এই তীর দাবদাহের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, তথা বাংলার প্রথম স্থায়ী শাসক শশাঙ্কের রাজধানী হিসেবে পরিচিত কর্ণসুবর্ণ বা সাবেক কানসোনা ভ্রমণের সময় ‘টাইম ট্রাভেল’ করার কথা মনে পড়ে যায়! আমাদের অতীতের অন্তঃস্থলে গেঁথে থাকা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য, উভয়ই আমাদের টেনে নিয়ে যায় এই ধরনের ইতিহাসের ফেলে যাওয়া নিদর্শনগুলির কাছে। এখনকার মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণই প্রাচীন যুগের স্থায়ী একাবদ্ধ বাংলার প্রথম রাজধানী। অথচ, এমন একটা গুরুত্ব বহনকারী স্থানই বর্তমানে রয়েছে চরম অবহেলায়। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের কলকাতা মণ্ডলের তরফ থেকে যৎসামান্য খুঁজে পাওয়া অস্তিত্বগুলিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য চার দিকে থাকা ভগ্নপ্রায় প্রাচীরটিকে পুনরায় মেরামত করার প্রচেষ্টা চলছে দেখে ভালই লাগল। তবে বিস্তারিত জানার জন্য ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন, মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা ইতিহাসকে সামনে আনতে বৃহদাকারে এই এলাকায় খননকার্য চালান। অস্তিত্বের সন্ধটে থাকা একদা ‘রাজধানী’ শহরটি দেখতে দেখতে আমার বার বারই মনে পড়ছিল ইতিহাসের বইতে পড়া, হিউয়েন সাঙের সুস্পষ্ট বর্ণনাগুলি। এলাকাটি নিচু, স্যাঁতসেঁতে হওয়া সত্ত্বেও ছিল বেশ জনবহুল, বসবাসকারী মানুষজন ছিলেন বেশ ধনী! নিয়মিত চাষাবাস হত, ফুল ও ফলের প্রাচুর্য ছিল এবং এখানকার আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। জনগণ উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক। হয়তো সেই জন্যই গড়ে উঠেছিল ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় ‘রক্তমুক্তিকা মহাবিহার’, যেটি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকেও প্রাচীন বলে হিউয়েন সাঙের বর্ণনা থেকেই প্রমাণ মেলে। অথচ, এখন শুধুমাত্র অবহেলার কারণে কার্যত গোচারণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এই সংরক্ষিত এলাকাটি। পরিশেষে বলা যায়, গৌতম বুদ্ধ, সম্রাট অশোকের মতো মানুষের পায়ের ছাপ যেখানে রয়েছে, সেখানে আজও উপযুক্ত পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠল না, এটা আমাদের কাছে দুর্ভাগ্যের বিষয়।

## জন্মদিন

## আজকের দিন



জগজীবন রাম

১৯০৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জগজীবন রামের জন্মদিন।

১৯৪৯ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সুখেন্দ্রেশ্বর রায়ের জন্মদিন।

১৯৭৭ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী মিথিল দেবিকার জন্মদিন।

# দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধ এবং বিশ্ব রাজনীতি

## এস ডি সুরত

সাধারণভাবে শীতলযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই তথা স্নায়ুযুদ্ধ বলতে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে একে অপরকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক কিংবা ভিন্ন আঙ্গিকে পরাজিত করার কৌশলকে বুঝানো হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থাৎ চল্লিশ দশকের শেষ লগ্ন থেকে শীতল যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে।

পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটে যাওয়া দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধের পর বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই স্নায়ু যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় স্নায়ু যুদ্ধের সময়কালটা ছিল ১২ মার্চ ১৯৪৭ থেকে ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ পর্যন্ত। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার শীতল যুদ্ধের ফলে বিশ্বে এর নানা প্রভাব দেখা গেছে। যা নব্বই দশকের প্রথম দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে শীতল যুদ্ধ বা cold war তথা স্নায়ুযুদ্ধ একটি পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ওয়াশিংটন লিপম্যান সংবাদপত্রে প্রথম cold war শব্দটি ব্যবহার করেন। এ শব্দের মাধ্যমে তিনি তৎকালীন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ভীতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। শীতল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বড়সড় পরিবর্তন ঘটেছিল। মূলত, দুই ধরনের মতাদর্শ অর্থাৎ গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিভক্ত হয়েছিল বিশ্ব। বেড়েছিল পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা।

তৈরি হয়েছিল ন্যাটো, ওয়ারশের মতো নতুন নতুন সামরিক জোট। সময়ের পরিক্রমায় ১৯৯১ সালে ১ জুলাই ওয়ারশ জোটের পতন ঘটলেও ১৯৪৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ন্যাটো জোট এখনো অস্তিত্ব বজায় রেখে টিকে আছে স্বরূপে। একটু খেয়াল করলে দেখা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্যায়ের প্রথমদিকে ১৯৫০ সালে কোরিয়া যুদ্ধ দুই বিশ্ব পরশাঙ্কিকে মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়েছিল। সে সময় উত্তর কোরিয়াকে প্রত্যক্ষ সমর্থন ও সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা ভূমিকা পালন করে মস্কো। অন্যদিকে ওয়াশিংটন দক্ষিণ কোরিয়ার গণতান্ত্রিক কাঠামো শক্তিশালী করতে অনস্বীকার্য দায়িত্ব পালন করে। সেই সঙ্গে উভয় দেশ প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ১৯৫৩ সালে ২৭ জুলাই জাতিসংঘের নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, দীর্ঘ ৭০ বছর পরও কোরিয়া ভূখণ্ডে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং সময়ের পরিক্রমায় বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে শীতল যুদ্ধ বিরাজ করছে। গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কোরিয়া ভূখণ্ড চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা যুক্তরাষ্ট্র। কার্যত, দক্ষিণ কোরিয়ার রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাটি। সেই সঙ্গে কোরিয়া সীমান্তে ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সামরিক মহড়া ভালো চোখে দেখে না কিম জং উন প্রশাসন। ফলে দিন দিন বাড়ছে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও চাপা উত্তেজনা। পিয়ং ইয়ং যতটা সিউলকে শত্রু হিসেবে মনে করে তার চেয়ে বহু গুণ বেশি ওয়াশিংটনকে শত্রু হিসেবে মনে করে। কারণ পারমাণবিক ইস্যুকে সামনে রেখে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে ওয়াশিংটন এবং কিম প্রশাসনকে দুর্বৃত্ত্যের রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্র। কার্যত, স্নায়ু যুদ্ধকালে কিউবা সংকট ছিল বিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা বিশ্বের দুই পরশাঙ্কি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে উপনীত করেছিল। ১৯৫৯ সালে কিউবায় ফিলেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে এই সংকটের সূত্রপাত। বলতে দ্বিধা নেই, যুক্তরাষ্ট্রের অতি নিকটবর্তী কিউবায় সমাজতন্ত্রের উত্থান ওয়াশিংটন ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। সেখানে দেখা যায় নব্য প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাতের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ দেয় যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনা ভেঙে যায়। যার ফলে কিউবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কাস্ত্রো প্রশাসন তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারস্থ হয়। সংগত যে, চুক্তি মোতাবেক মস্কো ১৯৬২ সালে হাভানায় ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কিউবায় যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না এমন প্রতিশ্রুতি ও আলোচনা সাপেক্ষে ক্ষেপণাস্ত্র প্রত্যাহার করে মস্কো। ফলে তৎকালীন উত্তপ্ত পরিবেশ কিছুটা প্রশমিত হয়। কালক্রমে সমাজতন্ত্রের বাতিঘর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটায় পরও যুক্তরাষ্ট্রের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কিউবায় এখনো সমাজতন্ত্র টিকে আছে। বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুকালে দুই পরশাঙ্কি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন পরোক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি পৃথক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ষাট ও সত্তর দশকের দীর্ঘকাল ওয়াশিংটন ভিয়েতনামে সামরিক আগ্রাসন চালায়। কিন্তু এ যুদ্ধে সুবিধা করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। বরং ১৯৭৩ সালে ওয়াশিংটন বাধ্য হয়ে যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে। সেই সঙ্গে লেজ ওটিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ফলে ১৯৭৬ সালে দুই ভিয়েতনাম একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। যেখানে অকার্যকর হয় তথাকথিত যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক স্লোগান। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ছিল স্নায়ুকালে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে মার্কিনদের বড় পরাজয়। অন্যদিকে স্নায়ুযুদ্ধের শেষ দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সোভিয়েতপন্থি বারবাক কারমাল সরকারকে



স্নায়ুযুদ্ধের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের উষ্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজ চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ে এসে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধ বা second Cold war তথা দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটলেও একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে স্নায়ুযুদ্ধ। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে চীনের অদম্য অর্থনীতি অগ্রগতির গতিরোধ করা। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধের রূপ ছিল এককেন্দ্রিক। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে বর্তমান তা মূলত দ্বি-মেরুদ্বয়ের রূপ নিয়েছে। বিশ্লেষকরা দ্বি-মেরুদ্বয়কে Cold war বা শীতল লড়াইয়ের নতুন রূপ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখা। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি মস্কোর। ভৌগোলিক অবস্থানে রহস্যঘেরা আফগানিস্তান যুদ্ধ বার্থ হয়ে ১৯৮৮ সালে গরবাচেভ সরকার সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। তার মাত্র তিন বছর পর ১৯৯১ সালে ডিসেম্বর মাসে খণ্ড-বিখণ্ড হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। তখন শীতল যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মস্কো। যার ফলে আনুষ্ঠানিক পরিসমাপ্তি ঘটে স্নায়ুযুদ্ধ নামক দীর্ঘ অধ্যায়ের। বিশ্লেষকরা মনে করেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পেছনে আফগান যুদ্ধে ব্যর্থতা অনেকাংশে দায়ী। নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে বলা যায়।

উল্লেখ্য যে স্নায়ুযুদ্ধের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের উষ্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় আজ চীন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ে এসে বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বের বর্তমান প্রেক্ষাপটকে দ্বিতীয় শীতল যুদ্ধ বা second Cold war তথা দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নব্বই দশকের প্রথম দিকে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটলেও একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আবার নতুন রূপে ফিরে এসেছে স্নায়ুযুদ্ধ। বর্তমান প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাশিয়ার সামরিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে চীনের অদম্য অর্থনীতি অগ্রগতির গতিরোধ করা। অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর স্নায়ুযুদ্ধের রূপ ছিল এককেন্দ্রিক। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে বর্তমান তা মূলত দ্বি-মেরুদ্বয়ের রূপ নিয়েছে। বিশ্লেষকরা দ্বি-মেরুদ্বয়কে Cold war বা শীতল লড়াইয়ের নতুন রূপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর ২০১৫ সালে আরব বসন্তের পর কঠিন সময়ে সিরিয়া সরকারকে সহযোগিতা করে মস্কো। এতে পতনের হাত থেকে রক্ষা পায় আসাদ প্রশাসন, যা মস্কোর জন্য বড় সামরিক সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও দেশটিতে এখনো গৃহযুদ্ধ বিদ্যমান কিন্তু সরকার পতনের কোনো সম্ভাবনা নেই। এর আগে ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া অঞ্চল

দখল করে রুশ বাহিনী, যা মস্কোর সামরিক আগ্রাসনের বহিঃপ্রকাশ। বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমান বিশ্ব রাজনীতির কূটচাল জটিল থেকে জটিলতর রূপ ধারণ করেছে। যেখানে ওয়াশিংটনের প্রধান টার্গেটে পরিণত হয়েছে বেইজিং ও মস্কো। উল্লেখ্য, ট্রাম্প থেকে বাইডেন কিংবা আগামীতে যে কেউ যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন হোক না কেন চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নীতি কথনো পরিবর্তন ঘটবে না। অন্যদিকে, নিকট ভবিষ্যতে ক্রেমলিন এবং চীনের সরকার পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে ওয়াশিংটনের চেয়ে রাশিয়া ও চীনের সুদূর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ হবে, তা অনুমেয়।

বর্তমান বিশ্বের পরশাঙ্কি দেশগুলো একে অন্যের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেসব পরশাঙ্কি দেশ বিংশ কিংবা একবিংশ শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে তারা প্রত্যেকে লেজ ওটিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। এরই মধ্যে পারমাণবিক শক্তির ও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি দেশ পারমাণবিক উত্তেজনা প্রশমনে একমত হয়েছে। কিন্তু একে অপরকে দমিয়ে রাখার প্রচেষ্টা বর্তমানের মতো ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে বলেই মনে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ত্রিদেশীয় অকাস চুক্তি। কিংবা জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি হচ্ছে এশিয়া অঞ্চলে চীনকে চাপের মধ্যে রাখার পরোক্ষ কৌশল। অন্যদিকে, ইউরোপ অঞ্চলে রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসন প্রতিহত করতে যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোকে ব্যবহার করবে তা অনেকাংশে

নিশ্চিত।

বর্তমান ইউক্রেন এবং রাশিয়ায় যুদ্ধ বিরাজ করছে। কার্যত যুদ্ধ প্রশমনে কূটনীতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকলেও ঐকমত্যে পৌঁছাননি কোনো পক্ষ। সকল প্রচেষ্টা বার্থ করে দিয়ে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ দ্বিতীয় বছরে গড়াল। বর্তমান বেইজিং ও মস্কোর সম্পর্ক যেকোনো সময়ের তুলনায় উষ্ণ। চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ দেশ। অন্যদিকে, সামরিক দিক থেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী মস্কো। বিশ্লেষকদের অভিমত, চীনের উত্থানে দমিয়ে রাখতে পশ্চিমা বিশ্ব দুটি কৌশল অবলম্বন করছে। প্রথমত, চীনের বিরুদ্ধে উইঘুর মুসলমানদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এসে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা। দ্বিতীয়ত, তাইওয়ানের সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলা। সেই সঙ্গে পরোক্ষভাবে চীনের বিরুদ্ধে সামরিক এবং অর্থনৈতিক জোট গঠন। এরই মধ্যে ওই স্ট্যাটেজি অনেকাংশ বাস্তবায়ন করেছে পশ্চিমা বিশ্ব। উল্লেখ্য, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে নিষেধাজ্ঞা এবং ২০২২ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে কূটনীতিক, না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বেশ কয়েক দেশ। যদিও প্রশ্ন থেকে যায় উপরোক্ত পদক্ষেপের ফলে আসলেই কি বেইজিংকে দুর্বল করা সম্ভব। অন্যদিকে, রাশিয়ার সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্ব পদক্ষেপ নিতে যে মুখিয়ে থাকবে তা অনুমেয়। ২০১৪ সালে মস্কো ক্রিমিয়া দখল করলে এর প্রতিবাদে বন্ধুত্বা-৮ থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইস্যুকে ট্রাম্পার্ড হিসেবে ব্যবহার করবে। যেখানে পরোক্ষভাবে বেইজিং ও মস্কোকে দমিয়ে রাখা প্রধান চ্যালেঞ্জ। এখন দেখার বিষয়, চীন-রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের রাজনীতি কোনদিকে মোড় নেয়। আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে সহিস দুটি বিপ্লবের উত্তরাধিকারীরা মস্কোতে একটি সাম্প্রতিক বৈঠকে হাত মিলিয়েছেন এবং তাদের ‘নতুন যুগের জন্য সমন্বয়ের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্ব’ নিয়ে আলোচনা করেছেন। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান শি জিনপিং এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে এই সম্পর্ক নিয়ে পশ্চিমের অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। ইউক্রেনে পুতিনের আক্রমণকে চীনের অর্থনৈতিক শক্তির দ্বারা প্রকাশ্যে সমর্থিত করা হচ্ছে বলেও কেউ কেউ মনে করছেন। এই যুদ্ধকে বিশ্লেষকরা বলছেন পুনরুদ্ধার করা রাশিয়া-চীন অক্ষের প্রথম ভূ-রাজনৈতিক পণ্য এবং দুটি রাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তন যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্নায়ু যুদ্ধ-পরবর্তী শান্তি দ্বারা কখনো পূরণ হয়নি। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের আধিকারিক পল নিটজের মতে, বিগত পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে বিশ্ব প্রচণ্ড সহিংসতার দুটি বৈশ্বিক যুদ্ধের সন্মুখীন হয়েছে এবং রুশ এবং চীনা বিপ্লবের মতো দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

## লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র।

অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : [dailyekein1@gmail.com](mailto:dailyekein1@gmail.com)







# থমথমে রিষড়ায় আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে, বন্ধ দোকানপাট

**নিজস্ব প্রতিবেদন, রিষড়া:** কোথাও পড়ে রয়েছে রেললাইনের পাথর, কোথাও কাচের ভাঙা টুকরো। তার সঙ্গে কাদানে গ্যাসের সেলের খেলা। রিষড়ার ৪ নম্বর রেলগেট এলাকায় মঙ্গলবার দিনের বেলা অশান্তি নেই, তবে এলাকা থমথমে। স্পষ্ট সোমবার রাতের তাণ্ডবের চিহ্ন। রিষড়া থানার সামনে মৈত্রী পথে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। গুনশান এলাকা। জনবহুল রিষড়ায় ৪ নম্বর গেট চত্বরে লোক বেরিয়েছেন এদিন সকালে খুব কম।

রবিবার রামনবমীর শোভাযাত্রা দিয়ে অশান্তির সূত্রপাত। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে না দিতেই ফের সোমবার রাতে তপ্ত হয়ে ওঠে রিষড়ার পরিস্থিতি। রিষড়া ৪ নম্বর রেল গেট এলাকায় মুড়িমুড়কির মতো বোমাবাজি, পাথর ছোড়া শুরু হয়। পাঁচটা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু হামলাকারীরা সংখ্যায় বেশি থাকায় মুহূর্তে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়িতে। পাঁচটা পুলিশও ছোড়ে কাদানে গ্যাসের সেল।সোমবার রাতে রেললাইন



চত্বকে বোমাবাজির মুখে পড়ে একটি লোকাল ট্রেন। দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন। যাত্রীদের নামতে বারণ করা হয়। তবে অভিযোগ ওঠে, লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ার। ভয়ে ট্রেনের দরজা-জানলা বন্ধ করে আতঙ্কে ভেতরে সিঁটিয়ে যান ট্রেনের যাত্রীরা।

এদিকে প্রবল তাণ্ডবে রেলগেট বন্ধ করা সম্ভব না হওয়ায় একের

পর এক ট্রেন দাঁড়িয়ে যেতে থাকে। এদিকে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেওয়ায় বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি নামানো হয় ব্যাফ, কমব্যুটি ফোর্স। রাতে একসময় ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অফিস ও কাজ থেকে ফেরত যাত্রীরা আটকে পড়েন। থমকে যায় দুটি দূরপাল্লার ট্রেন। চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা।

শেষে রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ ধীরে ধীরে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এদিকে, সোমবার রাতের ঘটনাক পর মঙ্গলবার থেকে ভয়েই ছিলেন রিষড়াবাসী। আদৌ বের হওয়া ঠিক হবে কিনা তা নিয়ে সংশয়। তবে এদিন সকাল থেকে স্বাভাবিক ভাবেই ট্রেন চলে। তবে

তাণ্ডবের ভয় এখনও বাসিন্দাদের চোখেমুখে। পরপর দুদিন এমন অশান্তি হওয়ায়, রিষড়বাসী উদ্বেগ। আবার কখন, কী হয়। এদিকে ৪ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন কারখানাগুলিতে শ্রমিকের হাজিরাও এদিন খুব কম। সংলগ্ন জয়শ্রী টেক্সটাইলে বেশিরভাগ কর্মী ছুটি নিয়ে নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যুবকের কথায়, ‘গতকাল রাতে অফিস থেকে বের হতে গিয়ে যে ছবি দেখছি, তাতে আজ আর অফিস যাওয়ার সাহস নেই। বাড়ির লোকও ভয় পাচ্ছে।’

এখানকার লোকজনের কথায়, রিষড়ায় কখনও এক ভড়মাপের গন্তগোল হয়নি। শান্তিপূর্ণ এলাকা বিভিন্ন ভাষাভাষির মানুষের বাস। সকলে মিলেমিশে থাকেন। হঠাৎ করে কেন এই শহর তেতে উঠছে তা নিয়ে প্রশ্ন সকলের মনেই। এদিকে, মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাস্তায় পুলিশ রয়েছে। চলছে রুটমার্চ। শ্রীরামপুর-সহ রিষড়ার একাধিক জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে। বিভিন্ন কমিশনারেট থেকে বাড়তি পুলিশ বাহিনী নিয়ে আসা হয়েছে রিষড়ায়। বন্ধ ইন্টারনেট পরিষেবা।

## ট্রেনে রিষড়া এসে ধরনায় বসলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে দিল্লি রোডে ডানকুনি পুলিশ আটকে দিলেও, ট্রেনে করে সোজা রিষড়া চলে এলেন বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। বালি থেকে ট্রেন ধরে রিষড়া স্টেশনে নামেন তিনি। পুলিশ আটকালে রিষড়া স্টেশনেই ধরনায় বসেন তিনি।

সোমবার কোল্লগরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে আটকে ছিল পুলিশ। ১৪৪ ধারা জারি আছে, যাওয়া যাবে না বলে জিটি রোডে আটকে দেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার শ্রীরামপুর বটতলায় সুকান্তের ধরনা দেওয়ার কথা থাকলেও, পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে মঞ্চ খুলে দেয় পুলিশ। এদিকে, জিটি রোড দিয়ে না এসে মঙ্গলবার সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণেশ্বরের ওপর দিয়ে বালি ব্রিজ ধরে দিল্লি রোড দিয়ে শ্রীরামপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু ডানকুনিতে পুলিশ বাধা দেয়। সুকান্তের সঙ্গে পুলিশের তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। এরপর রাজ্য



বিজেপি সভাপতি সেখানেই ধরনায় বসে পড়েন। একদিকে যখন এই পরিস্থিতি তখন বেলা তিনটের সময় বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বালি স্টেশনে আসেন। তারপর তিনি ট্রেনে করে রিষড়া স্টেশনে নামেন। ৪ নম্বর রেলগেটের দিকে লকেট যাচ্ছিলেন তিনি। মহিলা পুলিশ তাদের আটকে দেয়। স্টেশনে লোকজনের ভিড় হয়ে যায় সেখ

ান্নেই লকেট ধরনা দিতে বসে পড়েন। সাংসদ বলেন, ‘যারা রেলের সম্পত্তি ক্ষতি করেছে অবিলম্বে তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। রবিবারের ঘটনা পরিকল্পনা করে করা হয়েছে অবিলম্বে দোষীদের থেপ্তার করতে হবে। মানুষ আতঙ্কে পুলিশ পুরোপুরি ব্যর্থ আমি এই ঘটনাটা দিল্লি থেকে জানাব। এরপর তিনি ধরনা থেকে উঠে পড়েন এবং রওনা দেন।’

## বিবাদের জের, স্ত্রীকে ‘খুন’ করে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি:** স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য কলহ। তার পরিণতি এতটা ভয়াবহ হবে ভাবতে পারেননি কেউ। মেমারি থানার দুর্গাপুর অঞ্চলের সোনোরা গ্রামে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার স্বামীও। প্রাথমিকভাবে অনুমান রাগের মাথায় স্ত্রীকে মেরে নিজেও মরতে গিয়েছিলেন স্বামী। জানা গিয়েছে মৃতের নাম অনিমা টুডু।

অনিমা ও লদীরাম হেমব্রমের তিন মাসের সন্তান রয়েছে। আর এক সন্তানের বয়স ৪। কী ঘটে গিয়েছে বোঝার ক্ষমতা হয়নি কারও। ৪ বছরের সন্তান বুকেই মা নেই। তারা শুধু কঁদেই চলেছে।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে অনিমার চিংকার শুনে সকলে ছুটে আসেন। দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় অনিমা ও তার স্বামী লদীরাম হেমব্রম পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ পৌঁছে দু’জনের মধ্যে বগড়া শুরু হয়। এরপর ঘর থেকে মেয়ের চিংকারে বাবা ছুটে আসেন। অন্যরাও চলে আসে। ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখা যায় দু’জনেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে। পুলিশ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। অনিমা ঘোষণা করে। লদীরামের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে বর্ধমান জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।



জানা গিয়েছে, বিয়ের পর থেকেই স্বামী স্ত্রীর অশান্তি। অনিমা তার বাপের বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করেন। লদীরাম মাঝে মাঝে দাদপুর থানার আগ্রা পাড়া থেকে এসে শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। এদিন খাওয়া-দাওয়া করে স্বামী স্ত্রী নিজের ঘরে যান। ফের দু’জনের মধ্যে বগড়া শুরু হয়। এরপর ঘর থেকে মেয়ের চিংকারে বাবা ছুটে আসেন। অন্যরাও চলে আসে। ঘরের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখা যায় দু’জনেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে। পুলিশ ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে। অনিমা টুডুর মৃতদেহ মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

## জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ জমি হারাদের

**সোমনাথ মুখোপাধ্যায়**

**পাণ্ডবেশ্বর:** জমির বিনিময়ে চাকরি ও নিয়োগ পত্রের দাবিতে পাণ্ডবেশ্বরের খেট্টিভি খনির জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হলেন জমিদাররা।

অবস্থান বিক্ষোভকারী জমিহারা চঞ্চল গোস্বামী জানান, গত এক বছর আগে খেট্টিভি খোলা মুখ খনি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ করেছেন তাদের না জানিয়েই।

ইতিমধ্যেই তাঁরা খনি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

অভিযোগ, চাকরির দাবি জানানো হলে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে শুধুই শুকনো আশ্বাস দিয়ে চলেছেন।

**পাণ্ডবেশ্বর**

অবশেষে বাধ্য হয়েছে আজ অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল বাধ্য হই আজ অবস্থান বিক্ষোভের সামিল হয় তারা। অবস্থানরত জমি হারারা জানান, বেশ কয়েকবার তাদের

অনুরোধ করা হয়েছে। আশ্বাস মিললেও মেলেনি সুরাহা। বাধ্য হয়েই অবস্থানের সিদ্ধান্ত তাদের। ইসিএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃপাট না করলে আগামী দিনে তারা অনশনএবং বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

এদিন জমি হারারা সংশ্লিষ্ট খনির জেনারেল ম্যানেজারের অফিসের বাইরের গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। যদিও এই বিষয়ে ইসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

## অতিথি অধ্যাপক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু, প্রতিবাদে বিক্ষোভ এবিভিপি

**সৈয়দ মফিজুল হোদা**

**বাঁকুড়া:** বিতর্কের মাঝেও নিজেদের অবস্থানে অনড় বাঁকুড়া বিশ্ব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনে মঙ্গলবার পদার্থবিদ্যা বিভাগের ‘অতিথি অধ্যাপক’ নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হল। এদিন সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরন্দরপুরের মূল ক্যাম্পাসে আসতে শুরু করেন কর্মপ্রার্থীরাও। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে ‘সিভিক অধ্যাপক’ নিয়োগের বিরোধিতায় বিক্ষোভ দেখায় এবিভিপি। অবিলম্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অচলাবস্থা দূর’,

‘সিভিক অধ্যাপক দিয়ে শিক্ষাদান মানছি না’ ও রাজ্যের ‘শিক্ষামন্ত্রীর ক্ষমতা’ জানিয়ে লেখা পোস্টার, ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ২৪ মার্চ বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে নিয়োগ সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে পদার্থবিদ্যার অতিথি অধ্যাপক নিয়োগের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা মাস্টার ডিগ্রি, পিএইচডি অথবা নেট উত্তীর্ণ থাকা আবশ্যিক



ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি প্রতি ক্লাস পিছু ৩০০ টাকা দেওয়ার কথাও জানানো হয়। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তরফেও এবিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়। ইউজিসি-র গাইড লাইন মানা হচ্ছে না অভিযোগ তুলে বেতন বৈষম্য নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি ‘সিভিক অধ্যাপক’ নিয়োগের চেষ্টা হচ্ছে বলেও কেউ কেউ দাবি করেন। আর এবিষয়ে বিতর্কের শুরুর

দিন থেকে ‘স্পিকটি নট’ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, এদিনও তার অন্যথা হয়নি। উল্টে নির্দিষ্ট সূচি মেনে শুরু হয়েছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। চাকরির আকালের দিনে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হাজির হলেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি, পিএইচডি অথবা নেট উত্তীর্ণ-ও। তবে ঠিক কতজন চাকরিপ্রার্থী এদিন ‘ইন্টারভিউ’তে অংশ নিয়েছেন জানা যায়নি। এবিষয়ে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ উপস্থিত চাকরি প্রার্থীরা।

## কুড়মি সমাজের আন্দোলনে স্তব্ধ যান চলাচল, প্রবল দুর্ভোগে যাত্রীরা



**চিত্ত মাহাতো**

**মেদিনীপুর:** কুড়মি সমাজের অবরোধ আন্দোলনের জেরে কলকাতা-মুম্বই ৬ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে গেল। দুর্ভোগের শিকার হন যাত্রীরা। আদিবাসী কুড়মি জাতিতে তপশিলি উপজাতি তালিকাভুক্ত করা, সারনা ধর্মের স্বীকৃতি দেওয়া এবং কুড়মিলি ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশিলির অন্তর্ভুক্ত করা সহ রাজ্য সরকারের সিআরআই রিপোর্ট ও জাস্টিফিকেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর দাবিতে গত ১লা এপ্রিল থেকে জঙ্গলমহলে শুরু হয়েছে ‘ঘাঘর ঘেরা’ নামে অবরোধ কর্মসূচি। পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজ সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাজেশ মাহাতো খোয়াগুলিতে সাংবাদিক বৈঠক করে জানিয়েছেন, গত পয়লা এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর,

বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া সহ বিহার, ঝাড়খন্ড ও ওড়িশা রাজ্যের জঙ্গলমহল এলাকা জুড়ে ‘ঘাঘর ঘেরা’ নামে, লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচির নেওয়া হয়েছে। এতদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত রাস্তা অবরোধ চলেছে। ৪ এপ্রিল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য

খড়গপুর গ্রামীণের খোমাগুলিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বৃথবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল অবরোধ কর্মসূচিও পালন করা হবে। এরজন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলের মুম্বই এবং আদ্রা শাখার বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। কুড়মি সমাজের আন্দোলনের ফলে জাতীয় সড়ক এবং রেল যোগাযোগ বন্ধ হওয়ায় সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে উঠবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

## ‘দুয়ারে সরকার’-এ কোভিড নিয়ে সতর্কতামূলক প্রচার

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** কোভিড নিয়ে এমনিতে আপাতত কোন সমস্যা না থাকলেও দেশে কোভিড আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। গত দুই তিন দিনের মধ্যে দেশে বেড়েছে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা। এই সংখ্যাটি প্রায় তিন হাজার। এবার ‘দুয়ারে সরকার’ কর্মসূচিতে কোভিড বিধি নিয়ে পরিষেবা নিতে আসা মানুষকে সচেতন করল হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর কেন্দ্রের আমতা এক রুকের বালিচক গ্রাম পঞ্চায়েত। রীতিমতো ব্যানার

### উদয়নারায়ণপুর

লাগিয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়। যদিও অনেকে এই বার্তাকে উপেক্ষা করেছেন বলে দেখা গেলেও অধিকাংশ মানুষ এই বার্তাটি মাথায় রেখেছেন বলে জানা গিয়েছে। বালিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের উপগ্রন্থান সুকদেব পাত্র জানান, ‘সরকারি নির্দেশ না থাকলেও যেহেতু কোভিড আবার মাথা চাড়া দিয়েছে তাই পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে এই ধরনের সচেতনতা বার্তা দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের এ হেন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উদয়নারায়ণপুরের বিধায়ক সমীর পাণ্ডা ও আমতা এক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধনঞ্জয় বাকুলিও।

### মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

জঙ্গল বাঁচাতে অভিনব উদ্যোগ আরামবাগ বনদপ্তরের। জঙ্গলের ভারসাম্য বজায় রাখতে পুকুর খননের পাশাপাশি চলছে পাখির বাসা তৈরির কাজ। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বহু মূল্যবান বস্তুকে কিছুই হয় না। ক্রমশ সমৃদ্ধ হারিয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের বহুর এই অবস্থা তখন আশার আলো দেখাচ্ছে আরামবাগের চাঁদুর ফরেস্ট। প্রায় ২ বছর ধরে রেঞ্জার অফিসার আসরাফুল ইসলাম এই জঙ্গল বাঁচাতে একের পর এক উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি মনে করেন, বর্ষা এলেই গাছের তলার মাটির ক্ষয় শুরু হয়। মাটির একটা স্তর ধুয়ে যায়। এর ফলে মাটি নষ্ট হয় অন্যদিকে বর্ষার জলকে ধরে রাখাও যায় না। জঙ্গল বাঁচাতে তাই তিনি অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। জঙ্গলের ভিতর বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে শুরু করেছেন পুকুর খননের কাজ। হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর পুকুর কাটছেন কেন? রেঞ্জার অফিসার বলছেন, এখানে পুকুর খননের ফলে এক সঙ্গে অনেকগুলো সুফল মিলবে। একদিকে বর্ষায় জঙ্গলের যে মাটি ধুয়ে যায় তা অন্যত্র না গিয়ে পুকুরে গিয়ে জমা হবে। অন্যদিকে জল সংরক্ষণের একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত হবে। প্রথমে গ্রীষ্মে ওই জল গাছেরের প্রয়োজনে লাগবে।



সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কয়েক বছর ধরে জঙ্গল সংরক্ষণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে আস্তে আস্তে এই জঙ্গলে পরিঘাটা পাখির নির্বাহ করতে পারে সেই জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয় বনদপ্তরের পক্ষ থেকে। আরামবাগ রেঞ্জের অন্তর্গত পাঁচটি বনভূমি চাঁদুর, ভাদুর, বাবলা, পারআদ্র এবং রাঙামাটি এইগুলিকে আরও সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া



হয়। বর্তমানে পাখিদের থাকার জন্য বাসা তৈরির কাজ চলছে এই সব জঙ্গলগুলোতে। বাঁশের তৈরি বাসা তৈরি করে সেগুলো বিভিন্ন গাছে গাছে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ফলে খড় বৃষ্টিতে বাসাগুলো নষ্টের সম্ভাবনা অনেকটাই কম থাকবে বলে মনে করেন রেঞ্জার। এদিন দেখা গেল পারআদ্রা বনভূমিতে আশরাফুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে বাসা তৈরি হয় গাছে গাছে।

সবমিলিয়ে আরামবাগ বনদপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায় এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে পশুপ্রেমী মানুষ।



# করোনা উদ্বেগের মাঝেই বিমানযাত্রীদের মাস্ক পরার পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: চলতি বছরের গোড়ায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা গিয়েছিল করোনা ভাইরাসকে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে দেশের কোভিড ১৯ পরিসংখ্যান। আর তাই সতর্ক থাকতে এবার বিশেষ পরামর্শ দিল কেন্দ্র। বিমানযাত্রার সময় যাত্রীদের মাস্ক করার পরামর্শ দেওয়া হল।

কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী জেনারেল ভিক্টোর সিং রাজসভায় জানান, 'দেশ এবং গোটা বিশ্বের করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। মোদি সরকার বর্তমান কোভিড পরিস্থিতির দিকে বিশেষ নজর রাখছে।' বর্তমানে দেশে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক নয়। তবে আন্তর্জাতিক বিমানযাত্রার ক্ষেত্রে যে গাইডলাইন



বহু মানুষ বসে থাকেন। তাঁদের অনেকেরই জ্বর, সর্দি, কাশি থাকতে পারে। যা থেকে ছড়াতে পারে ভাইরাস। তাই সতর্ক থাকতেই বিমানে মাস্ক পরে সফরের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যাত্রীদের।

গত ২৪ ঘণ্টায় ফের দেশের করোনা সংক্রমণ ছাড়িয়েছে ৩ হাজারের গণ্ডি। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩, ০৩৮ জন। বর্তমানে অ্যাকাউন্ট কেসের সংখ্যা ২১,১৭৯। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ হারিয়েছেন ন'জন। বাড়ছে দৈনিক

পজিটিভিটি রেটও। এহেন অবহেই রাজসভার সাংসদ হরভজন সিং প্রশ্ন তোলেন, মাস্ক ফেরানো নিয়ে কেন্দ্র কোনও চিন্তাভাবনা করছে কি না। তারই উত্তরে ভিক্টোর সিং জানান, আপাতত বিমানে মাস্ক পরার পরামর্শই দেওয়া হচ্ছে কেন্দ্র তরফে।

# ঢাকার বঙ্গবাজারে বিধ্বংসী আগুন ইদের বাজারে পুড়ে ছাই বহু দোকান

ঢাকা, ৪ এপ্রিল: ফের বিধ্বংসী আগুন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে। বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকালে ঢাকার বঙ্গবাজারে আগুন লাগে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেয় দমকলের ৫০ টি ইঞ্জিন। আগুন নিয়ন্ত্রণে নামে সেনাবাহিনীও। এলাকা জুড়ে উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রায় ৬ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে খবর। তবে ঠিক কী কারণে এই আগুন লাগল, তা স্পষ্ট করেননি দমকল কর্তৃপক্ষ।



সংখ্যা বাড়ানো হয়। সকাল ১০টা ১৫ মিনিট নাগাদ দমকলের তরফে জানানো হয়, বঙ্গবাজার এলাকায় মোট ৫০টি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কাজ করে।

বঙ্গবাজারের অন্ততপক্ষে ছয়টি মার্কেটে আগুন ধরে যায়। এর মধ্যে

২ হাজার ৯০০ টি দোকানই রয়েছে বঙ্গবাজার এলাকায়। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ সেখানে কাজ করে। বঙ্গবাজার অয়িকায় মোট দমকল বাহিনীর ৫ সদস্য-সহ ১১ জন আহত হয়েছেন বলে খবর। ইদের বাজার সাজানোর পণ্য মজুত করে রাখা ছিল প্রায় সব

দোকানেই। তা হারিয়ে হাহাকার করছেন ব্যবসায়ীরা। অনেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগে যথাসম্ভব পণ্য নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছেন। আগুন নেভানোর কাজে দমকল বাহিনীর সঙ্গে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

নরেন্দ্র মোদি নিজেই মানহানির মামলা করতে পারতেন

আদালতে দাবি রাখলের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: 'মোদি পদবি' মামলায় এখনও খাঁড়া ঝুলছে রাখলের উপর। এবার এই বিষয়ে সুরাত আদালতে বিস্তারিত অভিযোগ করেন রাখল গাঙ্গি। তাঁকে রাজনৈতিকভাবে ষড়যন্ত্র করে ফাঁসানো হয়েছে বলে আদালতে জানানো তিনি। একইসঙ্গে সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে তোপ দেগে আদ্যেদপায়ে রাখল বলেন, নরেন্দ্র মোদি পৃথকভাবে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করতে পারতেন। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, মোদি সম্প্রদায়কে অপমান করার যে অভিযোগ উঠেছে, সে ব্যাপারে মামলা করার অধিকার পূর্ণেশ মোদির ছিল না বলে পাল্টা চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন রাখল গাঙ্গি।



ঢাকা, ৪ এপ্রিল: পদ্মা সেতু দিয়ে চলবে ট্রেন, কিছুদিন আগেও তা ছিল স্বপ্নাভিত। সেই স্বপ্নই বাস্তবায়িত হল মঙ্গলবার। এবার পদ্মা সেতুতে পাড়ি দিল ট্রেন। সেতুর রেল প্রোজেক্টের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর এদিন উদ্বোধন করা হল ট্রেন পরিষেবা। যা নিয়ে বাংলাদেশজুড়ে যেন আনন্দের ঢালা।

বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ অবশেষে হল সেই অপেক্ষার অবসান। পদ্মা সেতু চালুর ৯ মাসের মাথায় অবশেষে এই ব্রিজে শুরু হচ্ছে ট্রেন চলাচল। খরস্রোতা পথার উপরে তৈরি এই সেতুতে আপাতত

পরীক্ষামূলকভাবে ট্রেন চললো বলে জানা যাচ্ছে। যাত্রা শুরুর প্রথমদিনে রেলমন্ত্রী নূরুল ইসলাম সুজন ট্রেনে উঠলেন একেবারে যাত্রী হিসাবে। প্রথম ট্রেনটি এদিন সেতু পার করে মাওয়া থেকে ভাড়া জংশনে ফেরে। এদিকে পদ্মা সেতুর দক্ষিণপাড়ে লাইনই ছিল না। ফলে মাদারীপুর-সহ দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের কাছে রেলপ্রাপ্তি রীতিমতো বড় ব্যাপার বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলে।

নতুন লাইন চালু হওয়ায় স্বল্প খরচে আম-আমির যাতায়াতের যোজন সুবিধা হবে তেমনই পণ্য আমদানি রপ্তানিতেও আসবে গতি। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটবে। বিশেষ করে স্বল্প খরচে কৃষিপণ্য রাজধানী-সহ বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা যাবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল থেকে।

Tender Notice	
On behalf of <b>Brajaballavpur Gram Panchayat</b> of Patharpratima Block under South 24 Parganas Dist. Invites Bids through E-Tendering process for	
SI No.	NIT No. Scheme name & Estd Cost,
1	Sinking of tubewell with platform Soak pit
	1) Near house of Ghanadhyam Das, NIT -133/ 15 <sup>th</sup> FC/BGP/NIT/2023, Scheme Cost- 198904.00
	2) Near the house of Robin Das, NIT -134/ 15 <sup>th</sup> FC/BGP/NIT/2023, Scheme Cost- 198904.00
	3) Near the house of Nishikanta Das, NIT -135/ 15 <sup>th</sup> FC/BGP/NIT/2023, Scheme Cost- 198904.00
	4) Near the house of Arindita Das, NIT -136/ 15 <sup>th</sup> FC/BGP/NIT/2023, Scheme Cost- 198904.00
	5) Near the house of Sarbeswar Paria, NIT -137/ 15 <sup>th</sup> FC/BGP/NIT/2023, Scheme Cost- 198904.00
	1) From the house of Nishikanta Jana to the house of Sukdeb Dinda, NIT -138/ 15 <sup>th</sup> FC/BGP/NIT/2023, Scheme Cost- 284878.00
	2) From the house of Manoranjan Guchhayat to the house of Basudeb Sasmal, NIT -139/ 15 <sup>th</sup> FC/BGP/NIT/2023, Scheme Cost- 288605.00
Last Date & Time of Submitting of Bid Documents & Earnest Money for SI No 1-5 is : 13/04/2023, 2-6 p.m.	
For details: Pradhan Mch-833816539 Up Pradhan Mob- 9732911426/brajaballavpurgmpanchayat@gmail.com	

BARRACKPORE MUNICIPALITY	
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA - 700 123.	
TENDER NOTICE	
No.1/23-24/MPLADS/T Dated 04.04.2023.	
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for "Eucalyptus bulla pile work at the pond side of Panpara 5th Lane in Ward No. 11. Last date of submission of tender: 20.04.2023 up to 12.00 noon. The detail tender notice may be seen in the <a href="http://www.wbtenders.gov.in">www.wbtenders.gov.in</a> , Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.	
S/d, Uttam Das.	
Chairman	
Barrackpore Municipality	

OFFICE OF THE	
<b>KHARGRAM GRAM PANCHAYET</b>	
(Under Khargram Panchayat Samity)	
Vill+P.O.+P.S.-Khargram, Dist- Murshidabad, (W.B.)	
TENDER NOTICE	
Sealed Tender hereby invited vide NIT No. 01 (niet)/2022-23 dated-04/04/2023 by the Pradhan, Khargram Gram Panchayat, Khargram Block, Murshidabad for Schemes under PBG/BRD/SFC Last Date of submission & sale of Tender Paper from 4/04/2023 up to is 10/04/2023 up to 18 hrs. Interested bidders may kindly visit GP notice board for details notice.	
Sd/- Pradhan	
Khargram Gram Panchayat	

NOTICE INVITING E-TENDER FOR RASTASHREE (2nd CALL)	
The Block Development Officer(BDO), Kolaghat Dev. Block invites separate % rate e-tenders for construction of 01 nos concrete road under Rastashree vide this office No. 902 dt. 4/04/2023 <a href="http://wbtenders.gov.in">http://wbtenders.gov.in</a> may be visited for further details for tender nos. 2023_ZPHD_502934_1.	
Last date of bid submission: 12/04/2023 at 17.30 hours, Opening date of technical bid: 17/04/2023 at 11.30 hours.	
Sd/-	
BDO, Kolaghat, Purba Medinipur	

# ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার ধাক্কা পেতে পারে

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: ধাক্কা খেয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার। চলতি অর্থবর্ষ অর্থাৎ ১ এপ্রিল থেকে নতুন অর্থবর্ষ শুরু হয়েছে, এবারেই ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার আরও কমতে পারে। আর্থিক বৃদ্ধির হার ৬.৫ শতাংশ থেকে কমে ৬.৩ শতাংশ হতে পারে। মঙ্গলবার এমনিই পূর্বাভাস দিল বিশ্ব ব্যাংক। যদিও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগামী মে মাস থেকে সুদের হার ২৫০ বেসিস পয়েন্ট বাড়াবে। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি জনজীবনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলবে বলে বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে উল্লিখিত।

বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ক্রমবর্ধমান ঋণের খরচ এবং আয়ের ধীর বৃদ্ধি ব্যক্তিগত খরচ বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলবে। সরকারের খরচও বাড়বে বলে বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে উল্লিখিত। বলা হয়েছে, 'মহামারি-সম্পর্কিত আর্থিক সহায়তা ব্যবস্থা প্রত্যাহারের কারণে সরকারি খরচ ধীর গতিতে বাড়বে বলে অনুমান করা হচ্ছে।'

বিশ্ব ব্যাংকের দেওয়া রিপোর্টে গত বছর দেশে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের গোড়ায় গত বছরের



## পূর্বাভাস বিশ্ব ব্যাংকের

এপ্রিলে অর্থ মন্ত্রকের সমীক্ষায় দেশের বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৫ শতাংশ। যদিও আরবিআই দেশে আর্থিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের গোড়ায় গত বছরের

পাওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন বিশ্বব্যাংকের অর্থনীতিবিদ দ্রুপ শর্মা। তাঁর মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের আর্থিক বাজারে শাস্ত্রাতিক অস্থিরতার কারণে ভারত-সহ

উদীয়মান বাজারে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ প্রবাহের বৃদ্ধি তৈরি হয়েছে। তবে আর্থিক বৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও দেশীয় ব্যাংকগুলির মূলধন ভালো রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

অরুণাচলের ১১ জায়গার নতুন নামকরণ চিনের

কড়া জবাব ভারতের

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল: অরুণাচল প্রদেশের ১১টি নাম জায়গার নাম বদল করে নতুন তালিকা প্রকাশ করেছে চীন। শুধু তাই নয়, সেগুলি দক্ষিণ তিব্বতের অংশ বলেও দাবি জানিয়েছে। চিনের এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপের কড়া জবাব দিল নয়া দিল্লি। চিনের দেওয়া নামকরণ খারিজ করে দিয়ে বিদেশ মন্ত্রকের পাল্টা দাবি, 'এই রাজ্য সর্বদা ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে।' চিনের এই পদক্ষেপ সরাসরি প্রত্যাখান করা হচ্ছে বলে বিবৃতি দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিপদম বাগচি।

বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে খবর, পর্বতশৃঙ্গ, নদী-সহ অরুণাচল প্রদেশের মোট ১১টি জায়গার নাম বদল করে তালিকা প্রকাশ করেছে চীন। এর তীর নিন্দা করে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে নয়া দিল্লি। মঙ্গলবার কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি দিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অরিপদম বাগচি। বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন, 'আমরা রিপোর্টটি দেখেছি। চিনের এই ধরনের পদক্ষেপ এটাই প্রথম নয়। আমরা সরাসরি এটা প্রত্যাখ্যান করছি। অরুণাচল প্রদেশের সর্বদা ভারতের অন্তর্ভুক্ত ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। অন্য নামকরণ করার প্রচেষ্টা করে এটার বদল ঘটাতে পারবে না।'

জানা গিয়েছে, সম্প্রতি অরুণাচল প্রদেশের যে ১১টি জায়গার নতুন নামকরণ করে রিপোর্ট পেশ করেছে চীন, তার মধ্যে রয়েছে ৫টি পর্বতশৃঙ্গ, ২টি নদী, দুটি স্থলভাগ এবং ২টি বসতি এলাকা। এর আগে ২০১৮ এবং ২০২১ সালে এরকম একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল চীন।

Office Of Sabang Panchayat Samity				
Sabang - Paschim Medinipur				
Tender Notice				
On and behalf of Sabang Development Block, the undersigned invites e-tender for the works of the following NIT under mentioned schedule from bonafide and resourceful outside contractors. For details please visit <a href="http://www.wbtenders.gov.in">www.wbtenders.gov.in</a>				
Tender ID	Amount put to tender (Rs)	EMD (Rs)	Tender Free document fee (Rs)	
2023_ZPHD_502995_1	371181.00	7425.00	500.00	
2023_ZPHD_502996_1	371181.00	7425.00	500.00	
2023_ZPHD_502997_1	1196545.00	23931.00	1500.00	
2023_ZPHD_502998_1	1196545.00	23931.00	1500.00	
2023_ZPHD_503286_1	349776.00	6995.00	500.00	
2023_ZPHD_503287_2	2458635.00	4897.00	400.00	
2023_ZPHD_501746_1	349635.00	6993.00	500.00	
2023_ZPHD_503288_1	349242.00	6985.00	500.00	
2023_ZPHD_503289_1	349242.00	6985.00	500.00	
2023_ZPHD_501703_1	349242.00	6985.00	500.00	
2023_ZPHD_502062_1	504777.00	10096.00	800.00	
2023_ZPHD_502062_2	371129.00	7426.00	500.00	
2023_ZPHD_502094_1	504777.00	10096.00	800.00	
2023_ZPHD_502094_2	504777.00	10096.00	800.00	
2023_ZPHD_501145_1	299781.00	5996.00	400.00	
2023_ZPHD_501145_2	299781.00	5996.00	400.00	
2023_ZPHD_501352_1	249973.00	4999.00	400.00	
2023_ZPHD_501352_2	249999.00	5000.00	400.00	
Sd/- Executive Officer, Sabang Panchayat Samity				

Sheakhala Gram Panchayat	
Sheakhala, Hooghly, 712706	
TENDER NOTICE	
Tender are being invited from eligible Contractor vide Tender No: 121/15 <sup>th</sup> (Tied)/SGP/2023, Date: 04.04.2023 & 122/15 <sup>th</sup> (Untied)/SGP/2023, Date: 04.04.2023. Tender will be available in the Website <a href="http://www.wbtenders.gov.in">www.wbtenders.gov.in</a> & above office. Last Date and Time of Submission of Tender Paper are on 10.04.2023 up to 01:00 PM.	
Sd/- Pradhan	
Sheakhala Gram Panchayat	

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION	
Asansol	
Notice Inviting E-Tender	
E-Tender Notice No. 01/WS/Eng/2023 dated 01.04.2023	
Memo No. 01/WS/Eng/2023 dated 01.04.2023	
Please visit to website : <a href="http://www.asansolmunicipalcorporation.net">www.asansolmunicipalcorporation.net</a> or <a href="http://www.wbtenders.gov.in">www.wbtenders.gov.in</a>	
For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.	
Sd/- Superintending Engineer	
Asansol Municipal Corporation	

Rishi Bankimchandra Gram Panchyot	
Under Kakkdwp Dev. Block	
Gobindarampur, Kakkdwp, South 24 Pgs	
Notice Inviting e-Tender	
Nit No.- 96/1(e)/RBCGP/XVFC/ 23, 97/2(e)/RBCGP/XVFC/ 23, 98/3(e)/RBCGP/XVFC/ 23 last bid submission date is 11/04/2023 till 05:00 pm. For more information Visit to <a href="http://www.wbtenders.gov.in">www.wbtenders.gov.in</a> .	
S/D Pradhan,	
Rishi Bankimchandra Gram Panchayat	

NOTICE INVITING TENDER		
e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.		
Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMD/HM/PWD/NIT e-538/2023-24 (SI No- 1 & 2)	21/04/2023 up to 5.00 PM
2	WBMD/HM/PWD/NIT e-539/2023-24 (SI No- 1 to 4)	14/04/2023 up to 5.00 PM
For details please see at the website <a href="http://www.wbtenders.gov.in">www.wbtenders.gov.in</a>		
Sd/- Executive Officer, Habra Municipality		



# আরও একটি ম্যাচ হার সৌরভের দিল্লির

**নিজস্ব প্রতিনির্ঘ:** চেম্বারসের পরে এ বার দিল্লি জয় করল গুজরাট টাইগন্স। প্রথম ম্যাচে ওজরার মাঠে জিতছিলেন হার্ডিক পাণ্ডুরা। এ বার অ্যাংয়েংয়ে ম্যাচ জিতলেন তারা। প্রথমে বোলারদের দাপটে দিল্লিকে ১৬৩ রান আটকে রাখল গুজরাট। শট করে উইকেট নিয়েলেন মহম্মদ তামিম ও রিশাভ পাণ্ডে। পরে বার বার কয়েক কিছুটা চাপ পড়লেও শেষ পর্যন্ত নিজেরদের ম্যাচের চাপ খেলে রাখেন গুজরাট ব্যাটাররা। এ উইকেটে ম্যাচ জিতলেন তারা। আরও একটি ম্যাচ হারতে হল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লিকে।

গাড়ি দুটানায় আহত হওয়ার  
পরে এই প্রথম সবার সামনে এলেন  
দিল্লির অধিনায়ক খাভন পণ্ড  
দিল্লি-গুজরাত ম্যাচ শুরু হওয়ার  
পরেই গ্যালারিতে দেখা যায় তাঁকে।  
হাতে ত্রাণ নিয়ে এসেছিলেন পণ্ড।  
তাঁকে দেখে উদ্বেল হয়ে ওঠেন  
দিল্লির দর্শকরা। কিন্তু শেষে মুখে  
হাসি নেই খাভনের। কারণ,  
অধিনায়কের সামনে ম্যাচ হেরে মাঠ  
ছাড়লেন দিল্লির ক্রিকেটাররা।  
টসে জিতে দিল্লিকে ব্যাট করতে

পাঠান হার্দিক। শুরুটা ভাল হয়নি  
দিব্লির। মহম্মদ শামির পেস সমস্যায়  
ফেলছিল ওয়ার্ল্ডারদের। কোনও বল  
বাঁহায়ে যাচ্ছিল। কোনও বল ভিতরে  
চুকে আসছিল। বৃহতে পারছিলেন  
না ওয়ার্লার। শামির প্রথম বলই  
ওয়ার্লারের ব্যাটের পাশ দিয়ে  
উইকেট ছুঁয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু  
বেল পড়েনি বা আলো জ্বলেনি। তার  
ফলে বেঁচে যান ওয়ার্লার।

তবে অপর ওপেনার পৃথী শ  
ভাল খেলতে পারেননি। ৭ রানে  
ভাল আউট করেন শামি। মিলে  
মার্শকে ৪ রানের মাথায় সাজঘরে  
হেরান শামি। ২ উইকেট পড়ার পরে  
ওয়ার্নারকে সঙ্গে ছুটি বাঁধেন  
সরফরাজ খান। ওয়ার্নার ভালই  
লছিলেন। কিন্তু আলজারি জোসেফ  
বল করতে এসে গোল ওভারের  
ছবি বদলে দিলেন। ৩৭ রানের  
মাথায় ওয়ার্নারকে আউট করলেন  
তিনি। পয়ের বলেই জোসেফের  
বাউন্সের ব্যবহৃত না পেরে আউট  
হলেন রিলি কুসো।

পর পর উইকেট পড়তে থাকায়  
রানের গতি কমে যায়। সরফরাজ খুব  
ধীরে খেলছিলে। বাধ্য হয়ে বড় শট



খেলার চেষ্টা করেন এই ম্যাচে  
অভিষেক হওয়া অভিষেক পোড়েল।  
২০ রান করে রশিদের বলে আউট  
হন তিনি। সরফরাজকেও ৩০ রানের  
মাথায় আউট করেন রশিদ।

শেষ দিকে কয়েকটি বড় শট খেলে দিল্লির রান ১৫০ পার করেন অক্ষর পটেল। ৩৬ রান করে আউট হন তিনি। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৬২ রান করে

दिग्भिः ।

গুজরাতেই ইনিংস ভাল শুরু করেন খন্দিমান সাহা। প্রথমে ওভারেই ১৪ রান করেন তিনি। কিন্তু আনরিশ নোখিয়ের পেস বৃদ্ধিতে না পেরে বোল্ড হয়ে যান তিনি। শুভমন গিলেও ইনিংসে রান পাননি। তিনিও ১৪ রান করে আউট হন। হার্ডিক ৫ রান করে আউট হয়ে গেলে চাপে পড়ে যায় গুজরাত।

সেখান থেকে দলকে টেনে  
তোলেন সাই সুশ্রণ ও ইমপ্যাক্ট  
শ্রমকার হিসাবে খেলতে নামা বিজয়  
শঙ্কর। দু'জনে বৃদ্ধি করে কয়েক  
লখিলেন। দৌড়ে রান নেওয়ার  
পাশাপাশি সুযোগ পেলেই বর শট  
মার্কছিলেন। বীরে বীর লক্ষ্যের  
দিকে এগোচ্ছিলেন দুই ভাগ্যবান  
ব্যাটার। ৫০ রানের জুটি বাঁধেন  
ভাট্টা। ঠিক যখন মানে হচ্ছে, এই দুই  
ভাট্টার গুজরাতেক জিঁয়ে দেবে  
তখনই মারের বলে ২৯ রান করে  
আউট হন শঙ্কর।

যদিও তাতে জিততে খুব একটা সমস্যা হয়নি গুজরাতের। সুদর্শনের সঙ্গে মিলে দলকে জয়ে নিয়ে যান ডেভিড মিলার। মুকেশ কুমারের এক ওভারে দুটি ছক্কা ও একটি চার মেরে খেলা নিজেদের হাতে নিয়ে নেন মিলার।

রান তাড়া করতে নেমে নিজের অর্ধশতরান পূর্ণ করেন সুদর্শন। আরও এক জন ম্যাচ উইনার পেল গুজরাত। শেষ পর্যন্ত ১১ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জিতে যান হার্দিকরা। সুদর্শন ৬২ ও মিলার ৩১ রান করে অপরাজিত থাকেন।



বৃহস্পতিবার মহাম্যাচ। তার আগে মঙ্গলবার ইডেনে অনুশীলনে ব্যস্ত অধিনায়ক নীতিশ রানা ও সুনীল নারিন।

কোভিড থেকে নিস্তার নেই  
পজিটিভ আইপিএনের ধারাবাহিকতা

**কলকাতা:** কিছুতেই আইপিএলের পিছি ছাড়তে চাইছে না কোভিড-১৯। কোভিডের কারণে গত তিনবছর ধরে নমো নমো করেয়ে আসা আয়োজিত হয়েছে আইপিএল। চককে কোটিপতি লিগের খ্যারানও কেড়ে নিয়েছিল কোভিড ১৯। কখনও না দেশের বাইরে টর্নামেন্টে আয়োজিত হয়েছে, কখনও বা মাঝপথেই বন্ধ করে দিতে হয়েছে লিগ। কোভিডের বাড়বাড়ু খ্যারান পর ২০২০ সালে আইপিএলের ১৬তম সংস্করণে পুরানো সবকিছুই ফিরিয়ে আনা হয়েছে। স্টেডিয়াম কপিযে দেয়ানী অন্তূন হয়েছে ফিরেছে হোম-আও পবে ফরম্যাট একইসঙ্গে গ্যালারিতে লাখে দশকের ভিড। টর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগেই প্রথম চারটে দিন ভালোই কেটেছিল। তাল কাটল পঞ্চম দিনে। আইপিএলেও তবে ঘটেছে কেটেছিল কোভিড ১৯-এর। প্রচ ফোন্ট ক্রিকেটারের নয়, কোভিড পজিভভ হয়েছেন আইপিএলের একাধাভায্যকার। শোচনাল্যকালীন য়ারের কাঠে বিশেষ মানের জন্য মুখিয়ে



কমেষ্টির ডিউটি থেকে দূরে থাকব।  
আশা করছি আরও শক্তিশালী হয়ে  
ফিরব। তিনি আরও লেখেন,  
ইউটিউবেও এখন বেশি থাকব না।  
গলা খারাপ বলে ঠিকঠাক আওয়াজ  
বেরোচ্ছে না। তাও দেখবেন। কিছু  
মনে করবেন না।

সারা বিশ্ব জুড়ে পরিস্থিতি এখন  
অন্যরকম। এমনকি কোনও প্ল্যেয়ারে  
কোভিড পজিটিভ হলেও তাকে যে  
প্লেতে দেওয়া হচ্ছে। তিনি যাতে অন্য  
প্ল্যেয়ারদের সংস্পর্শে না আসেন  
শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রেই বারণ করা হয়।  
ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ক্ষেত্রে এ  
বারও মানা হচ্ছে কঠিন কোভিড  
প্রোটোকল। দলের সঙ্গে যোগ  
দেওয়ার জন্য প্ল্যেয়ারদের এ বারও  
সাতদিনের আইসোলেশনে রাখাচ্ছে  
হচ্ছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আইপিএল  
ফাঞ্চারিজি দলওলিকে যে নির্দেশিকা  
পাঠানো হয়েছে, তাতে রয়েছে—  
‘কারও রিপোর্ট পজিটিভ এলে তাঁকে  
ব্যায়োমন্ট্রক সাত দিনের  
আইসোলেশনে থাকতে হবে। তাঁকে  
মানা কিংবা দলের সঙ্গে কোনও  
ভাবেই থাকতে দেওয়া হবে না।’

ধাকেনে ক্রিকেট সর্মপকরা।  
আইপিএলের ডিজিটাল  
সম্ভারচারণার প্র্যাটফর্মের  
ধারাভাষ্যকারদের তালিকায় রয়েছে  
৪৫ বছরের প্রাক্তন ক্রিকেটার  
আকাশ চোপড়া। মঙ্গলবার সকালে  
কোভিড পজিটিভ হওয়ার খবর  
আকাশ। হুট করে নিজেই কোভিড  
আক্রান্ত হওয়ার খবর জানান তিনি  
২০ইতোরোকে। কোভিডে কতি  
অ্যান্ড বোম্ব হয়েছি। ফের  
কোভিডে পজিটিভ হয়ে সামান্য  
উপসারণ রয়েছে। তবে সুস্থি  
নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কিছুদিনের জন্য



**কলকাতা:** ইস্টবেঙ্গলের নতুন কোচ কে হতে পারেন, এই নিয়ে দৌড়ে বেশ কয়েককন্ডাক্টর নামই ছিল। এর মধ্যে এটিকের প্রাক্তন কে. অ্যান্ডানিও লোপেজ হাবাস, দেয়াদ্রাটর একসরি প্রাক্তন কোচ কুয়ার্ডারের পাশাপাশি নাম ছিল সৌভিক লোবোরো। এই স্প্যানিয়ার কোচ দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন। সুরের খবর, ইস্টবেঙ্গলের চুক্তিতে মৌখিক ভাবে সম্মতি দিয়েছেন সৌভিক লোবোরো। ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসেবে ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত লোবোরো। সামনেই সুপার কাপ। এখনই নতুন কোচের নাম ঘোষণা করলে টুর্নামেন্টের আগে দলের মনোবল বেঁচে যেতে পারে। সে কারণেই সুপার কাপ শেষ হওয়া না অবধি সরকারি ভাবে ঘোষণা করা হতে পারে। সুরের খবর,

লোবোরের সঙ্গে চুক্তি শুধু নয়নের  
অপেক্ষা। এইআসএলে যোগ  
দেওয়ার পর থেকে এখনও উল্লেখ  
যোগ্য পারফরম্যান্স নেই  
ইস্টবেঙ্গলের। চিনের ক্লাব সিচুয়া  
জিউউ ক্লাবে কোচিং করান লোবেরা।  
তবে ভারতীয় ফুটবলেও প্রচুর  
অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ইন্ডিয়ান  
সুপার লিগের দুই ক্লাব এফসি গোয়া  
এবং মুম্বই সিটি এফসিতে কোচিং  
করিয়েছেন সের্জিও লোবেরা।  
অতীতে বার্সেলোনার কোচিং চমকেও  
ছিলো। ফুটবল দলকে বিজিত অনুসরণ  
করেন ম্যাগেস্টার সিটির কোচ পেপ  
গ্যুয়ালিডাকে। সঙ্গে বিগিয়ের সাত ২৫  
বছরের বেশি কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা  
রয়েছে। ভারতীয় ফুটবলে বহু  
স্প্যানিশ কোচকেই দেখা গিয়েছে।  
এর মধ্যে অন্যতম সফল কোচ মানা  
হয় সের্জিও লোবেরাকেও তাঁর

কেটিংয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মুন্সি সিটি এপ্রস। এ ছাড়াও কোচ হিসেবে ভারতীয় ফুটবলে তাঁর ব্যাপক সাফল্য। সুপার কাপ আইএসএল লিগ শিশু এবং ট্রফি, সবই জিতেছেন। ইস্টবেঙ্গল গত মসুমের শুরুতেই ইনভেস্টর সমস্যায় পড়েছিল। শেষে মুম্বই ইনভেস্টর হিসেবে ইমামির সঙ্গে চুক্তি হয়। কিন্তু সময় কা খাবার দল গুড়িয়ে উঠতে পারেনি। এ বার কোচের আগে থেকেই কোচ এয়েং দল গঠনকারী কাজ শুরু করে দিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ও ইমামি। দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে ক্লাব ও ইনভেস্টরদের মধ্যে। কিছুদিন আগেই বোর্ড মিটিংয়ের পর ইমামি কর্তা জানিয়েছিলেন, কোচ বদল করছে। বেশ কয়েক জনের মধ্যে লালোবেরি প্রথম পদক্ষেপ লাল-হলুদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি:** দলের বাইরে থাকলেও স্বাভাবিক পন্থা দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিবেশনে অঙ্গ প্রাথমিক ম্যাচে ডগ আউটে পেরিয়েছিল। বুলিয়ে রেখে সেই প্রমাণ দিয়েছে পেরে দান। দিল্লি প্রথম ম্যাচে জিতবে না পারলেও স্বাভাবিক পন্থা পেরিয়ে তাদের ভালোবাসা মন ছুঁয়ে গিয়েছিল সকলের। সব কিছু ঠিকাক ডগে দ্বিতীয় ম্যাচে আর দিল্লি ডগআউটে স্বাভাবিক পন্থা পেরিয়েছিল। ক্যাপিটালসের কোন প্রয়োজন পড়বে না। কারণ ঘরের মাঠে জুজবান টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেও আসতে পারেন পন্থ।



কথাও জানানো হয়েছে। বোম্বেও স্বাভাব পছন্দের কথা সেরেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সুতরাং বোম্বে, কেউ প্রয়াত হলে বা অবসর নিলে, জানিস্তা করা হয়, তাই তার পছন্দের এনটি বোলানো নিলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বোম্বে। তবে পশ্চকে সম্মান জানাতে একটি মাঠে দিল্লির সব ক্রিকেটাররা জানিস্তে নিজেদের নাম্বারের পাশাপাশি পছন্দের জানিস্তা নাম্বার ১৭ লিখে খিলতে নামবেন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তারা ক্রিকেটার স্বাভাব পশু। এরপর তার জোড়া অস্ত্রোপচার করা হয়। বর্তমানে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন ভারতীয় তারকা। তবে কবে ফের মাঠে ফিরতে পারবেন সেই বিষয়ে এখনও কোনও কিছু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। পছন্দের দ্রুত সুস্থতা কামনায়া গোট। দেশ।

তবে প্রথম ম্যাচে ডাগআউটে  
পন্থের জার্সি ঝোলানোর বিষয়টি  
ভালোভাবে নিচ্ছে না বিসিসিআই  
ফের যাতে এমন ঘটনা না ঘটে সেই

ভালোবাসা, আবেগ পরিণত হল ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে!  
পিএসজি সমর্থকদের কটাক্ষের শিকার মেসি

**নিজস্ব প্রতিনির্মাণ:** ফের একবার নিজস্ব সিঙ্গে হারের মুখ দেখল পায়াস সাঁজ। রবিবার রাতে আবেদন ২ এপ্রিল লিওর কাছে তারকাখচিত দল হেরেছে ১-০ ব্যবধানে। এই নিয়ে চলতি মরসুমে ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচ হারলেন লিওনেল গোসের দল। সুপার দুসকে আগে ঘরের মাঠে রেনের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল পিএসজি। নতুন বছরে লিগা ওয়ানের পাঁচ ম্যাচে হারল গোসের দল। ঘরের মাঠে ট্যানো দুই হারের পর মেসির উপর ব্যাপক চটেছেন পিএসজি-র সমর্থকরা। ফলে আজেটিন্সির মহাতারকার প্রতি ভালোবাসা, আবেগে পরিণত হল বৃদ্ধ-বৃদ্ধে! পিএসজি সমর্থকদের কড়াফের শিকার হলেন ‘এল এম টেন’।



নাম ধরে চিৎকার করছিলেন। এখন পর্যন্ত পিএসজির হয়ে ৬৭টি ম্যাচ খেলে ২৯টি গোল করেছেন মেসি। তার কাছে সমর্থকদের প্রত্যাশা আরও বেশি। অনেকেই মনে করেন,

কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে মেন্সি  
তাঁর সেরা ছন্দে নেই।  
এদিকে আগামী জুন মাসে  
পিএসজি-র সঙ্গে আজেন্টিনার  
বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের চুক্তি

শেষ হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, বেতন কমিয়ে দেওয়া নিয়ে ক্লাব কর্তাদের সিদ্ধান্তে ব্যাপক চটেছেন ‘এল এম টেন’। আগামী মরসুমের চুক্তিপত্রে সই করতে গেলে অন্তত ৩০ শতাংশ

বেতন ছেঁটে ফেলবেন প্যারিস  
কর্তারা। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে  
যে, কর্তাদের সেই সিদ্ধান্ত কিছুতেই  
মানতে পারছেন না বিশ্বকাপজয়ী  
মহাতারকা।

বিশাল অর্থের বিনিময়ে মেসি, নেইমার, কিলিয়ান এমবাপে, সার্জিও র্যাঁ মোসদের মতো তারকাদের দলে নিয়েছে পিসার্জি। কিন্তু বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচের পেছো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ফেয়ার প্লে-ই নিয়ম। শোনা যাচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে কতাদের সামনে নাকি দটি পথ রয়েছে।

প্রথমত, মেসির চুল্লি অনুযায়ী  
বেতন দিতে হলে, অন্য  
ফ্যাক্টরালারের ৩০ শতাংশ বেতন  
কমিয়ে দিতে হবে। আর দ্বিতীয়ত,  
কমির সঙ্গে কম বেতনের চুল্লি  
মেরতে হবে। সুতরাং খবর অনুসারে  
দ্বিতীয় রাষ্ট্রটিই বেছে নেওয়ার  
পক্ষপাতী পিএসজি কর্তাদের এমন  
আবেদন শোনে নিতে পারছেন না  
মেসি। মেনো যাচ্ছে তিনি ও তাঁর  
বাবা কথিও এজেন্ট জর্জ মেসি  
বেতন কমিয়ে দেওয়া নিয়ে তীব্র  
আপত্তি জানিয়েছেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবারেই প্রকাশ  
পেয়েছে এটিসিগন নয়া ক্রমজালিকা  
আর নয়া ক্রমজালিকাতে এক নম্বরে  
ফের ফিরে এসেছেন সার্বিয়ান  
তরকা নোভাক জর্জেভিচ। মাত্র ১৪  
দিন শীর্ষস্থান থেকে দূরে থাকার পর  
ফের শীর্ষে উঠে। এসেছেন তিনি  
স্প্যানিয়ার্ড কার্লোস আলকরাজের  
সরিয়ে শীর্ষে উঠেছেন তিনি  
করেনারদা ভাকসিনা না নেপোর  
কারণে আমেরিকাতে বেশ কয়েকটি  
টুর্নামেন্টে খেলতে পারেননি নোভাক  
জর্জেভিচ। সেই কারণে এক নম্বর  
থেকে সরে যেতে হয়েছিল  
তাকে ইন্ডিয়ান ওয়েলসে টুর্নি  
নোভাকের থেকে এই এক নম্বর  
জায়গা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন কার্লোস  
আলকরাজ। এবার ১৪ দিন  
বাকি। এই জায়গা পুনঃপ্রাপ্তি কবলে  
তিনি। সম্ভ্রতি মিয়ামি ওপেনের  
সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে  
গিয়েছেন আলকরাজ। আর এর  
ফলেই শীর্ষে উঠে এসেছেন নোভাক  
জর্জেভিচ। প্রসঙ্গত এর ফলে নয়া  
নম্বরও পড়েছেন নোভাক। ৩৮০০  
সপ্তাহ বিশ্ব ক্রমজালিকা এক নম্বর

খাভার নভির গড়েছেন তিনি। এই মুহূর্তে কাল্পনা আলকানারাজের তুলনায় ৮০০ পয়েন্টে এগিয়েছেন রয়েছেন নোভাক। তিন নম্বরে রয়েছেন গ্রিসের স্টেফানোস এভটিসিপাস। ক্রমতালিকায় এক সবুজ দুই নম্বরের তুলনায় তিনি পিছিয়ে রয়েছেন ১০০০ পয়েন্টে। ইয়ানিক সিনাকের হারিয়ে মিয়ামি ওপেন জিতেছেন ড্যানিল মেডভেডভে। আর এই জয়ের ফলেই চার নম্বরে উঠে এসেছেন তিনি।

দু-ধাপ উপরে উঠে সিনার  
রয়েছেন নব্বু নম্বর। এর ফলে  
টেনিস তারকা তার কেরিয়াস সেরা  
বাঁ ক্রিকেট স্পর্শ করেছেন। মায়িমিফাইনাল  
ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে  
পৌঁছে সবচেয়ে বেশি উপকৃত  
হয়েছেন আমেরিকার ক্রিস্টোফার  
ইউ ব্যাঙ্কস। তিনি ৩৪ ধাপ উঠেছেন  
প্রথমতালিকায়। ফলে প্রথম ১০০ তে  
অবস্থান করেছেন তিনি। এই মুহূর্তে  
তার ব্যক্তিগত ৮৫। ভারতীয়দের মধ্যে  
সমতালিকায় সবার উপরে রয়েছেন  
ক্রুমান নাগাল। তার ব্যক্তিগত ৩৩।

এছাড়াও ৪১৪ নম্বরে রয়েছেন  
রামকুমার রামানাতন এবং ৪৪১  
নম্বরে রয়েছেন প্রজনেশ গুনস্বরণ।

২২ বারের গ্যান্ড স্লাম জয়ী  
নোভাক জকোভিচ ১৯ বছর বয়সি  
কার্লোস আলকারাজ মাত্র ১৪ দিন  
বাদেই শীর্ষস্থান থেকে সরিয়ে তা  
নিজের দখলে রাখতে পেরেছেন।

জকেডিচ অবশ্য এই যা ঈশ্ব  
অর্জন করেননি। মিয়ামির স্ট্রেচড  
আলকারাজ ধরে রাখতে না পারায়  
শীর্ষস্থানও হারিয়েছেন তিনি। ফল  
লাভবান হয়েছেন নোভাক  
জকেডিচ। প্রথবার আলকারাজ  
শীর্ষে উঠেছিলেন গত বছর ইউএস  
ওপেনে জিতে। কিন্তু এই বছরের  
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যোরে কারণে  
অনুপস্থিত থাকায় এক নম্বর জায়গা  
হারান। দশম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে  
জিতে অনুযায়ী এক নম্বর  
ফিরেছিলেন জকেডিচ। ফলে  
৩৮তম সপ্তাহ এটিচি যা ঈংয়ে  
সবার ওপরে থাকতে চলেছেন।  
সার্বিয়ার তারকা। ৯ এপ্রিল মন্টে  
ক্যারো মাস্টার্স দিয়ে এটিচি ট্যুরে  
ফিরতে চলেছেন নোভাক।